নামিবিয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হলেন নান্দি নাদাইতওয়া

● ● ● ●

সারে-জমিন

রবিবার থেকে রাজ্যে পাউরুটির দাম বাড়ছে

রূপসী বাংলা

সংখ্যালঘু হলেও বিষয়টি গুরুতর, প্রেক্ষিত ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মহানবী সা.

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৫ ডিসেম্বর, ২০২৪
২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

আর ২৩ রান হলেই অনন্য রেকর্ড গড়বেন বিরাট কোহলি

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 328 ■ Daily APONZONE ■ 5 December 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

অসমে বিয়েবাড়ি, রেস্তোরাঁ সহ প্রকাশ্যে গোমাংস নিষিদ্ধ হল

আপনজন ডেস্ক: আসাম সরকার অবিলম্বে প্রকাশ্যে গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে হোটেল, রেস্তোরাঁ, উৎসব ও কমিউনিটি অনুষ্ঠানে গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয়, সামাজিক এবং অন্যান্য জনসাধারণের অনুষ্ঠানে গোমাংস পরিবেশন করা যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞা ২০২১ সালের আসাম গবাদি পশু সংরক্ষণ আইনে যুক্ত করা হয়েছে। এতদিন অসমে গোমাংস নিষিদ্ধ না হলেও, অসম গো সংরক্ষণ আইন ২০২১ অনুযায়ী, হিন্দু, শিখ বা জৈন অধ্যুষিত এলাকায় গো-হত্যা ও গোমাংস বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়া মন্দির বা ধর্মীয় স্থানের ৫ কিলোমিটারের মধ্যেও গোমাংস বিক্রি করা যেত না। এবার তা সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ করা হল। এর বিরোধিতা করে এডিআইএফ বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলাম প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি শাসিত গোয়া ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে গোমাংস নিষিদ্ধ না হলেও অসমে নিষিদ্ধ করা হল কেন?

সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির মন্তব্য

বাংলাদেশের ঘটনা দুঃখের ও বেদনার

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে চলমান ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি। বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশে ইস্যুতে হিন্দুদের উপর হামলার কথিত অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে যা ঘটেছে এটা দুঃখের এবং বেদনার। হিন্দু ভাই হলেও অত্যাচারিত হলে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সকল শ্রেণীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সেই দেশের সরকারের কর্তব্য। ইসলাম ধর্মের নামে কারোর ওপরে আঘাত আনা পাপ। কুরআন শরীফের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, মুসলিমদের নির্দেশিকা দিয়েছেন, যারা অন্য ধর্মের মানুষ তাদেরকে গালিগালাজ করো না। এটা নিয়ে ইসলাম ধর্মে একটা কঠিন বার্তা দেওয়া হয়েছে, ভিন্ন ধর্মের বিরুদ্ধে কুকথা বলো না। সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে ছাড়াও অসম ও ত্রিপুরার সঙ্গেও বালাদেশের সীমান্ত রয়েছে। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক বেশি। বাংলার সম্প্রীতির পরিবেশের কথা তুলে ধরে সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কড়া মনোভাব দেখিয়েছে বাংলাদেশের বিষয়ে। ঘটনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ। সেটা মুসলমান দের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না। সেটা উচিত নয়। মিডিয়া বন্ধুকে বলব বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। না হলে মানুষ তার প্রতিবাদ জানাবেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা ভারতবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আমরা শান্তি ভালোবাসি। যারা আলিম হবেন, হুজুর হবেন তারা এইসব কাজ করবে না। যারা বলেছেন তারা ভুল বলেছেন। ভারতবর্ষ শান্তি শৃঙ্খলার দেশ। আমরা দেশের জাতীয় পতাকাকে বুকের উপরে রেখে সম্মান জানাই। আমরা তো বাংলাদেশের পতাকার অসম্মান জানাইনি। দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা উচিত।

এ বিষয়ে মমতার কথা তুলে ধরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমরা ভৌগলিক দিক থেকে একজায়গায় আছি। হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্কে কেউ চিড় ধরাবেন না। এটা হতে পারে না। সিদ্দিকুল্লাহ অভিযোগ করেন, বিজেপির কিছু নেতা খারাপ কথা বলছেন। যার যুক্তি নেই। তার ফলে পরিবেশ খারাপ হতে পারে। বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে হইহুল্লোড় করেছেন। সেটা অন্যায় করেছেন। আমি বিজেপিদের বলব বাংলাকে সর্বনাশ করবেন না। আমরা এখানে সবাই একসাথে আছি। কিন্তু হিন্দুর মেরুকরণ করা হচ্ছে। এটা আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে। ৫ দফার নিরাপত্তা আছে তার পরেও যদি অনুপ্রবেশকারী ঢোকে তার জবাব বিএসএফকে দিতে হবে। ভারতে কিছু হলেই আমরা ভারতবর্ষের জন্য লড়াই করব বলে সাফ জানিয়ে দেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্দিকুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন মুফতি আবদুস সালাম।

সরানো হল রাজ্য গোয়েন্দা প্রধানকে, রদবদল হল পুলিশেও

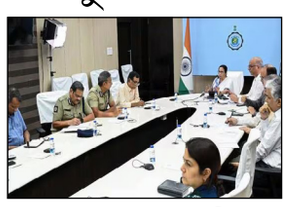

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে ঢেলে সাজাতে এবার জোর পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল আর রাজশেখরনকে। সেই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল ঘটানো হয় এদিন। আর জি কর কাণ্ডের পর এমনিতেই রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।। তার উপর খোদ কলকাতায় কাউন্সিলরকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা ফুটে ওঠায় মুখ্যমন্ত্রী চরম অসুন্তষ্ট হন। অবশেষে গোয়েন্দা প্রধানকে সরানো হল। অপসারিত গোয়েন্দা প্রধান রাজশেখরনকে এডিজি আইজিপি ট্রেনিং পদে পাঠানো হয়েছে। ওই পদে থাকা দময়ন্তী সেনকে এডিজি (পলিসি) পদে স্থানান্তরিত করা হযেছে। এডিজি (পলিসি) পদে থাকা আর শিবকুমারকে দেওয়া হয়েছে এডিজি (ইবি)-এর দায়িত্ব। এডিজি মর্ডানাইজেশন পদে আনা হয়েছে রাজীব মিশ্রকে। এর আগে এডিজি (ইবি)-এর দায়িত্ব ছিল তাঁরই কাঁধে।

মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসে পাঠ্য বিষয় বৃদ্ধিসহ নানা বিষয়ে আলিগড়ের উপাচার্যের দরবারে পাঁচ সাংসদ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

উপাচার্যর হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন পাঁচ সাংসদ আবু তাহের খান, সামিরুল ইসলাম, খলিলুর রহমান, অসিত মাল ও মিতালী বাগ।

আলিগড়ে বাংলার পড়ুয়া ও অধ্যাপকদের সঙ্গে সাংসদদের প্রতিনিধি দল

আপনজন: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসের উন্নয়ন, পরিকাঠামো, পঠন-পাঠন, ভর্তি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে রাজ্যের পাঁচ সাংসদের এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার আলিগড়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নাইমা খাতুনের সঙ্গে। খলিলুর ছাড়াও অন্য সাংসদরা হলেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ ও রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তবে, এই সাংসদদের সঙ্গে ছিলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসের পরিচালক ড. মুহাম্মদ মাহাবুর রহমান, ড, আশরাফুল, ড. পলাশউদ্দিন সেখ, ড. তহসিন মণ্ডল, রফিকুজ্জামান প্রমুখ। এএমইউ-এর প্রাক্তনী হিসেবে ছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর মোসাব। এছাড়া ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন, রুহুল আমিন, আরিফুল, আদিল, কিসমত, হামজা, শামিম, করিম, সুহেব, রুমি প্রমুখ।

এদিন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাইমা খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সাংসদ খলিলুর রহমান টেলিফোনে 'আপনজন'কে বলেন, আমরা উপাচার্যকে জানিয়েছি ২০১০ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাস চালু হয় সুতি থানার আহিরনে। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি বিষয়ে এই মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসে পড়াশুনা হয়। সেগুলি হল, এমবিএ, বিএএলএলবি ও বিএড। খলিলুর জানান, উপাচার্য নাইমা খাতুনের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে আলিগড়ের মূল ক্যাম্পাসের মতো মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসেও যেন অন্যান্য বিষয়য়ের পঠনপাঠন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তার কাছে আবেদন রাখা হয়েছে, মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের যেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কম শতাংশ হলেও বাংলার পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রে বরাদ্দ করার অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসে যেমন বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা পড়ছেন তা ভাল, কিন্তু মুর্শিদাবাদের স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা যাতে সেই সুযোগ পায় তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসে অর্থ বরাদ্দের কথাও বলা হয় উপাচার্যকে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

ফিল্মি কায়দায় গভীর রাতে সমবায় ব্যাঙ্কে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রামনগর

আপনজন: মঙ্গলবার গভীর রাত প্রায় ১টা ৩০ মি: পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে ফিল্মি কায়দায় সমবায় ব্যাঙ্কে ডাকাতি রুখল পুলিশ।পিছু ধাওয়া করে সশস্ত্র ডাকাতদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।চার ডাকাত পালিয়ে যান।রামনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার সত্যেশ্বরপুর সমবায় ব্যাঙ্কের এই ঘটনা।রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ ব্যাঙ্কের শাটারের তালা কেটে ভিতরে ঢুকেছিল সাত ডাকাত।ব্যাঙ্কের ভল্ট কেটে ডাকাতির চেষ্টা চলে।বাইরে তাদের গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। সেই সময় এক ব্যক্তি ওই ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন।গাড়ি দেখে তাঁর সন্দেহ হয়।ভিতর থেকে আওয়াজও আসছিল। তার পরেই তিনি পুলিশকে খবর দেন।পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।পুলিশ পৌঁছে যাওয়ার বিষয় টের পেয়ে ব্যাঙ্কের দোতলার ছাদ থেকে ডাকাতরা লাফিয়ে পড়ে।নিজেদের গাড়িতে উঠে পালানোর চেষ্টা করে তারা। পুলিশও সেই গাড়ির পিছু ধাওয়া করে।এক সময় গাড়ির পিছনে পুলিশের গাড়ি ধাক্কা মারে। ডাকাতদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লাইট পোস্টে লাগে।এর পর গাড়ি ফেলেই ডাকাতরা ছুটে পালানোর চেষ্টা করে।আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয়ও দেখায় তারা। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রাও সেখানে ততক্ষণে চলে এসে।পুলিশ ও সাধারণ মানুষ একযোগে ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করে। ডাকাতরা মাঠ দিয়ে ছুটে পালাতে গেলেও তাদের চেষ্টা বিফলে যায়।তিন ডাকাত ধরা পড়ে।তবে চার জন পালিয়ে যায়।পশ্চিম মেদিনীপুর এলাকায় তাদের বাড়ি বলে জানা গিয়েছে। তাদের কাছ থেকে একাধিক ম্যাপ পাওয়া গিয়েছে।এছাড়াও একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের তালা,দরজা কাটার যন্ত্র উদ্ধার হয়েছে। রামনগর থানার ওসি অমিত দেব বলেন,এর পিছনে বড়সড় গ্যাং রয়েছে। তদন্ত চলছে।বাকিদের খোঁজ করা হচ্ছে। বড় মাপের ডাকাতি রোখা গিয়েছে।পুলিশের তৎপরতার জন্য প্রশংসা করেছে স্থানীয়রাও।

চন্ডীতলায় ডাকাতির ছক বানচাল

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার রাতে চন্ডিতলার চিকরণ এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল আট দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং ডাকাতির ছক বানচাল করে। তবে তাদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেযোস্ত্র উদ্ধার হতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশ কর্তাদের। এতদিন ডাকাতির জন্য দুষ্কৃতীরা ব্যবহার করতো সাটার কাটার ব্লেড, হাতুড়ি, ছেনি সহ অন্যান্ন লোহার অস্ত্র। এবার ডাকাতির উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার রীতিমত উদ্বেগ বাড়ছে পুলিশ অফিসার দের। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের মধ্যে শাহাদত আলম,বিক্কি গৌর ঠাকুর, সাহিদ আলি, সাগর প্রসাদ এদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। সনাতন গড়াই ,কাজল বাউরি,আলম আনসারি,রাজু চৌধুর এদের বাড়ি এ রাজ্যের পুরুলিয়ায়। পুলিশ আরো জানিয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০ রাউন্ড কার্তুজ সহ দুটি পিসি ৭ এমএম পিস্তলও।

রবিবার থেকে রাজ্যে পাউরুটির দাম বাড়ছে

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: বাংলা ও দেশের সমস্ত জিনিসের মুল্য দ্রুত বৃদ্ধি হয়ে থাকলেও পাউরুটি ও বেকারিজাত দ্রব্যের মূল্য কম রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স কো-অডিনেশন কমিটি, বুধবার কোলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানান সংগঠনের সম্পাদক সেখ ইসমাইল হোসেন। এদিন বেকারিজাত দ্রব্যের নবনির্ধারিত মূল্যের ঘোষণার্থে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান বাজার মূল্য ও তাঁদের সংগ্রাম সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স কো-অডিনেশন কমিটির সম্পাদক সেখ ইসমাইল হোসেন। তিনি বলেন– ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে যেই ময়দা প্রতি কুইন্টালে ৩ হাজার টাকা দাম ছিল সেটা ২০২৪ এর ডিসেম্বরে ৩৭০০ টাকা হয়েছে, যেই চিনি ৩৮০০ টাকা কুইন্টাল ছিল তা ৪২০০ টাকা হয়েছে, ডালডা/তেল ১০০ টাকা কেজি থেকে থেকে ১৫০ হয়েছে, পলিথিন ব্যাগ ২০০ টাকা কেজি থেকে ২৫০ টাকা হয়েছে, জ্বালানি কাট ৮০০ টাকা কুইন্টাল থেকে ১০০০ টাকা হয়েছে। পাশাপাশি বেকারী শিল্পের ব্যবহৃত কেমিক্যাল যেমন গুলেটিন, ক্যালসিয়াম–এর দাম ২৫ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে ও বিদ্যুতের দাম শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকারিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের এই সমস্ত কাঁচা মালের দাম কমানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স কো-অডিনেশন কমিটি রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের কাছে দ্বারস্থ হলেও কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি, কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ হয়নি তাই পাউরুটি ও বেকারীরিজাত দ্রব্য উৎপাদনের সাথে জড়িত কর্মীদের স্বার্থে পাউরুটির দাম প্রতি ৪০০ গ্রামে ৩৬ টাকা, প্রতি, ২০০ গ্রামে ১৮ টাকা, প্রতি ১০০ গ্রামে ৯ টাকা করা হচ্ছে আগামী ৮ ডিসেম্বর থেকে। পাউরুটির পাশাপাশি কেক, বিস্কুট, প্যাডিস, পিজা, বার্গার এরকম ১০০ বেকারীজাত দ্রব্যের মূল্য ৩০-৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন তিনি।
এই সমস্ত দ্রব্য প্রচলনের ইতিহাস ও তার বর্তমান চাহিদা নিয়েও নানান কথা বলেন তিনি। তাছাড়া এই শিল্পকে বাঙালি নির্ভর শিল্প বলেও আখ্যায়িত করেন সম্পাদক সেখ ইসমাইল হোসেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র কলকাতায় দৈনিক ৪ লক্ষ পাউন্ড ও সম্পূর্ণ রাজ্যে ১০ লক্ষ পাউন্ড উৎপাদন করে থাকে ৪-৫ লক্ষ কর্মী। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার কোনো সহযোগিতা না করাই নিরুপায় হয়ে প্রতি ৪০০ গ্রাম পাউরুটিতে ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হল। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বেকার্স কো-অডিনেশন কমিটির সভাপতি দিয়ানৎ আলি খান ও চেয়ারম্যান।

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির আবেদন রাবেতা বোর্ডের আলোচনা সভায়

জাকির সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাবেতা বোর্ডের সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরীর নির্দেশে রাবেতা বোর্ড (মাদ্রাসা সমন্বয় সমিতি) ভুক্ত মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলায় জেলায় বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো।
বুধবার মুর্শিদাবাদের সমস্ত মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের নিয়ে বহরমপুর ক্বাসিমুল উলুম মাদ্রাসায় সেই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা জমিয়তে উলামা ও রাবেতা বোর্ডের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম। তিনি মাদ্রাসার পঠনপাঠন, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে রাবেতার বার্ষিক পরীক্ষা, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাদ্রাসার অবদান-সহ একাধিক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ইংরেজরা ভারত থেকে আলেম উলামা ও দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে মুছে দিতে চেয়েছিলো কিন্তু তারা তা পারেনি। বর্তমানে কেন্দ্র সরকার মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান ও খানকাহ গুলোকে ধ্বংস করতে চাইছে। আমাদেরকে এর প্রতিবাদ করতে হবে। ২৮ শে নভেম্বর কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে জমিয়ত প্রতিবাদ সভা করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তেও এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কাছে শিক্ষকদের বেতন ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজারের মধ্যে করার আবেদন করেন তিনি। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্বারী রহমতুল্লাহ, হাফেজ ইউসুফ খন্দকার, হাফেজ নাসিবুর রহমান, হাফেজ সফিউল্লাহ প্রমুখ।

চায়না রসুনের গুদামে হানা

আপনজন: হাওড়ার সাঁকরাইল থানা ধুলাগড় সবজি মান্ডিতে নিষিদ্ধ চায়না রসুনের গোডাউনে হানা দিয়ে ৩০০ বস্তা বাজেয়াপ্ত করে। ওই গোডাউনের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পাট কাঠির ঘরে কোনও রকমে দিন গুজরান, আবাসের ঘর না পাওয়ায় হতাশ পরিবার

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনার টাকা আটকিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাই রাজ্য সরকার তার নিজস্ব অর্থ দিয়ে বাংলার অসহায় দুস্থ পরিবারের মাথার উপর পাকা ছাদ করে দিবেন, আর সেই খবর শুনে আশায় বুক বেঁধে বসে ছিল গোটা বাংলার অসহায় পরিবার। সেই মতো আশায় বুক বেঁধে ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল মহকুমা জুড়ে একাধিক অসহায় দুস্থ পরিবার। এমনি এক অসহায় পরিবার রয়েছে যা দেখলে চোখে জর এসে যাওয়অর পরিস্থি হিয়ে উঠকে পারে। ডোমকল ব্লকের রায়পুর অঞ্চলের ২১৭ নং বুথের বিজলা খাতুন ও সাইফুদ্দিন আহমেদ এদের একটা বাড়িতে দুইটা পরিবার বসবাস করেন যা দেখে প্রতিবেশী থেকে স্থানীয় মেম্বার সকলেই চিন্তিত,সকলের আশা ছিল এবার হয়তো এই

পরিবারটি একটা ঘর পাবেন সেই আশায় বুক বেঁধে ছিল। কিন্তু সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ব্লক আধিকারিক গণ বাড়িতে একাধিক বার আসলেন সার্ভে করতে। সার্ভে করলেন কিন্তু ফাইনাল লিস্টে আর নাম উঠল না। আর সেই খবর শুনেই কান্নায় ভেংগে পড়েছেন অসহায় পরিবার সহ এলাকার তৃণমূলের মেম্বার। ঘটনায় স্থানীয় বিডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ পত্র জমাদিয়েছেন। ঘটনায় অসহায় পরিবারটি যেন বাংলা আবাস যোজনার ঘর পায় সেই আবেদন করেন রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মন্ডল। তিনি আরো দাবি করেন ওই পরিবারের জন্য আমরাও চিন্তিত। অসহায় পরিবারের পুরুষেরা দিন আনে দিন খায়, সেখানে কিভাবে ঘর বানাবে। আমরা বিডিও সাহেবকে বিষয়টা জানিয়েছি যাতে করে পুনরায় সার্ভে করে যোগ্য প্রাপকদের যেন ঘর দেওয়া হয়।
একই ভাবে জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর, ঘোষপাড়া , চোয়াপাড়া সহ একাধিক অঞ্চলে যোগ্য ব্যক্তিদের আবাস তালিকায় নাম নেই বলে অভিযোগ। সেই বিষয়ে জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম বলেন, অনেক জাগায় যোগ্য ব্যক্তিদের নাম কাটা পড়ে গেছে সেই জন্য ইতি মধ্যে আবেদন পত্র জমা নেওয়া হচ্ছে সেই আবেদনের ভিত্তিতে আবার সার্ভে শুরু করা হয়েছে আশাকরি সকল যোগ্য পরিবার রাজ্য সরকারের আবাস যোজনার ঘর পাবেন।
ডোমকল ব্লকের বিডিও স্বীকার করে নিয়েছেন, কিছু অনিয়ম হয়েছে, যার কারণে অনেক যোগ্য পরিবার ঘরের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। আবার অনেকের একতলা ও দুতলা বাড়ি থাকার পরেও আবাস তালিকায় নাম রয়ে গেছে। এ নিয়ে বিডিওর বক্তব্য, আমরা অভিযোগ বক্স করেছি, সেই মতো আমার আবার সার্ভে করছি। আশাকরি যোগ্য পরিবার ঘর পাবেন।
এখন দেখার আদতে আবাস যোজনার ঘর ওই দুঃস্থ পরিবার পায় কিনা।।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরব মতুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ মেমারি শাখা, আন্তর্জাতিক ইসকন সংঘ মেমারি শাখা, সনাতনী ঐক্য মঞ্চ ও নাগরিক মঞ্চের পরিচালনায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মেমারি থানার ছিনুই হরিমন্দির থেকে রসুলপুর বাজার পর্যন্ত ডংকা সহ এই মিছিল হয়। মিছিল থেকে ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে, একইসঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার প্রতিবাদ ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষিত রাখতে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

বর্ধমানের গ্রামে প্রতিমা নিরঞ্জনের দৃশ্য বাংলাদেশের মন্দিরে 'মূর্তি' ভাঙা বলে প্রচার সোশ্যাল মিডিয়ায়!

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শান্ত পশ্চিমবাংলাকে কিভাবে অশান্ত করা যায় তার একটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। খণ্ডঘোষের সুলতানপুর বলে একটি গ্রাম আছে, যেখানে কোনো মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন না। এই গ্রামের শতাধিক বছর ধরে নিয়ম হয়ে আসছে কালীপূজার পরই সেই মূর্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা সেই কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছেন। আর সেই ভিডিওকে কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার একটি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। ভিডিওটিকে বাংলাদেশের ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই এলাকার মানুষেরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলেছেন, "আমরা এই এলাকার হিন্দু-মুসলমান মিল মহব্বতের সঙ্গে বাস করি। আমাদের ভিডিওকে যারা বিভিন্নভাবে এডিটিং করে

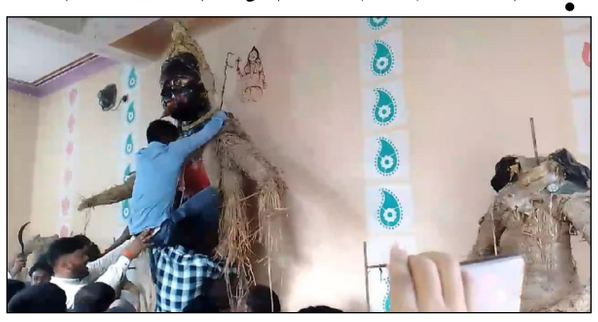

অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, তারা সমাজের ক্ষতি করছেন।"
এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। খণ্ডঘোষের ওসিকে জানালে তিনি বলেন, "সাইবার বিভাগে জানানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
উল্লেখ্য, সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার সুলতানপুর গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। ভাইরাল ভিডিওটিতে বাংলাদেশের একটি কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুরের দাবি করা হয়েছিল। তবে সুলতানপুর গ্রামের কালীপুজোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভিডিওটি তাদের গ্রামের কালী নিরঞ্জনের সময় ধারণ করা, যেখানে স্থানীয় রীতিনীতি অনুযায়ী দেবীর অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে বিসর্জন দেওয়া হয়।
কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে জানান, "আমাদের নিরঞ্জন ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, এবং এটি আমাদের বহু বছরের প্রথা। ভিডিওটি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যা আমরা তীব্র নিন্দা করছি।"
এই ঘটনার ফলে সুলতানপুর ও আশেপাশের এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। স্থানীয় প্রশাসন ও পুজো কমিটি মানুষকে শান্ত থাকার এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।

কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু শিক্ষকের, শেষ দেখা দেখতে কান্নায় ভাসল পড়ুয়ারা

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হল এক শিক্ষকের। গত মঙ্গলবার কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ে চলছিল বাৎসরিক পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষায় পাহারা দিচ্ছিলেন রামকৃষ্ণ চৌধুরী নামে এক শিক্ষক। পরীক্ষা চলাকালীন তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে অফিসে এসে আশ্রয় নেয়। এবং সহকর্মীদের ফ্যান চালিয়ে দেওয়ার কথাও বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সহকর্মীরা দেখেন চেয়ারে বসেই তার শারীরিক অবনতি। তাই তড়িঘড়ি কাষ্ঠগড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা সেখানেই তাকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু স্কুল শিক্ষকদের মন মানতে চাইনি। তাই তাকে তড়িঘড়ি অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হসপিটালে পৌঁছান। সেখানেও তাকে চিকিৎসকেরা মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন। রামকৃষ্ণ চৌধুরীর দেহ রেখে দেওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। তখনই খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন। এই ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি সহকর্মীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন। জানা যায় শিক্ষক রামকৃষ্ণ চৌধুরী ২০১৯ সালে কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতাই যোগদান করেন। মাত্র ৬ বছর কর্মরত অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও সহকর্মীদের ছেড়ে চলে

যেতে হল তাকে। শিক্ষক রামকৃষ্ণ চৌধুরীর জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার শহরা গ্রামে দীর্ঘদিন থেকে তারা বীরভূমের রামনগরে বসবাস করছিলে। তার বর্তমান বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর তিনি একজন বাংলার শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তার একটি চার বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। বেশ কিছুদিন থেকে তিনি হৃদরোগের আক্রান্ত ছিলেন বলে জানা গেছে। তার ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসাও চলছিল। গত দুই তিন মাস আগে তিনি ব্যাঙ্গালোর থেকে চিকিৎসা করে আসেন। কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কৌশিক চৌধুরী জানান আমাদের বিদ্যালয়ের খুবই ভালো জনপ্রিয় একজন শিক্ষক রামকৃষ্ণ চৌধুরীর তার গত কালকে স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা নেওয়ার সময় শারীরিক অসুস্থতা হয়ে পড়ে তাকে তাড়াতাড়ি আমরা গ্রামীন হসপিটাল নিয়ে যায় এবং পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন। এবং পরে তার দেহ ময়না তদন্তের জন্য রেখে আমাদেরকে চলে যেতে হয় সকলকেই। অবশেষে পরের দিন আজ বুধবার তার ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয় এবং আমরা বেস কিছু শিক্ষক, রামকৃষ্ণের পরিবারের লোকজনসহ তার মৃতদেহ আমাদের বিদ্যালয় নিয়ে আসি। বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে গ্রামবাসী লোকজন সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন সেই শিক্ষক রামকৃষ্ণ চৌধুরীকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। বৃহস্পতিবার দুই দিন কাষ্ঠগড়া রামকৃষ্ণ নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। সহকর্মী শিক্ষক রামকৃষ্ণ চৌধুরীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক তার মৃত্য দেহ পৌঁছে দিয়ে আসেন তার আদি বাসস্থানে। তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হলে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক মিলে একদিন নীরবতা পালনের সাথে আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হবে বলে জানান।

বাঁকুড়া পৌরসভায় চালু হল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার থেকে বাঁকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত সাধারণ মানুষদের সমস্যার সমাধান হবে এক মেসেজে। আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন হল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, খুশি বাঁকুড়া শহরবাসী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সাধারণ মানুষদের দ্রুত পরিষেবা প্রদান করার জন্য দলীয় নেতৃত্বদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এবার বাঁকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন বিষয়ে পৌর প্রধানকে অভিযোগ জানানো আরো সহজ হয়ে গেল। এবার থেকে এক মেসেজেই সাধারণ মানুষদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে " সরাসরি পৌর প্রধান "। বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অলোকা সেন মজুমদার এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার (৮২৫০৭১৩৯৫৬) চালু করেন। বাঁকুড়া পৌরশহর এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠে আসে এবং অনেক অভিযোগ পৌর প্রধানের কাছে পৌঁছায় না। ফলে বহু সমস্যা সমাধান করতে অনেকটাই দেরি হয় পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে। এখন থেকে আর সেই সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন সকলে। এর ফলে সব থেকে বেশি উপকৃত হবেন বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও বিশেষভাবে চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা। এ বিষয়ে বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অলোকা সেন মজুমদার বলেন , অনেক মানুষ রয়েছেন যারা বার্ধক্য জনিত কারণে পৌরসভায় আসতে পারেন না তারা যেমন নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারবেন তেমনি সাধারণ মানুষরাও নিজেদের যেকোনো ধরনের অভাব অভিযোগ জানাতে পারবেন। এরফলে সাধারণ মানুষদের দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী। পৌর প্রধানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাঁকুড়া শহরবাসী। তারা জানান , পৌরসভার চেয়ারম্যান যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এর ফলে শহরবাসী হিসেবে আমরা প্রত্যেকে যেকোনো ধরনের অভাব অভিযোগ এবং সমস্যার কথা পৌর প্রধানকে জানাতে পারব।

নেশা রুখতে সিসিটিভির প্রস্তাব গ্রামসভায়

হাসিবুর রহমান ● সোনারপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের নারায়নপুর অঞ্চলের গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয় এই গ্রাম সভায় উপস্থিত ছিলেন কয়েক হাজার নারী ও পুরুষ তাদের উপস্থিতিতে প্রধান সালাউদ্দিন সরদার বলেন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার গরীব মানুষদের আবাস যোজনার ঘর সহ একাধিক প্রকল্প বঞ্চনা করে চলেছে
এদিনের গ্রাম সভায় উপস্থিত ছিলেন সরকারি আধিকারিকসহ নারায়নপুর পঞ্চায়েত মেম্বার ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু পাচার রোধে সিনি নামে একটি স্বেচ্ছা সেবি সংগঠন এই সংগঠনের উদ্যোগে নারী দের বাল্যবিবাহ শিশু পাচার রোধে তারা সচেতন করলেন প্রকাশ্য সভায়
নারায়ণ পুর অঞ্চলের প্রধান সালাউদ্দিন সরদার প্রকাশ্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন দীর্ঘদিন ধরে নারায়ন পুর অঞ্চলে হিরোইন মদসহ একাধিক নেশা নেশাগ্রস্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ছে এই এলাকার মানুষ। সেই সঙ্গে নেশার ব্যবসায়ী

সংখ্যাও বেড়েই চলেছে।
প্রশাসনের হেল দোল দেখাই যাচ্ছে না ক্ষেব উগ্রে দিলেন প্রধান সালাউদ্দিন সরদার। তিনি বলেন এই নেশার দ্রব্য কোথা থেকে আসছে এবং কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে সেদিকে নজর রাখতে এলাকার বিশেষ বিশেষ জায়গায় নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করছেন বলে তিনি জানান।
তিনি আরো বলেন, আবাস যোজনার প্রকল্পের আওতায় যারা আছেন তাদের ঘরের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করছেন প্রতিটা মানুষ যাতে আবাস যোজনার ঘর পায় সেদিকে নজর রাখবো সেই সঙ্গে আরও বলেন আবাস যোজনার ঘরের নাম করে কাউকে কোন টাকা দেবেন না টাকা চাইলে আমাদের জানাবেন।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে এ বছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা রেকর্ড ছাড়িয়েছে। মঙ্গলবার আরও চার ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর এ সংখ্যা ৩০৩-এ পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা। সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাতে জানা যায়, সর্বশেষ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তের মধ্যে তিনজন মাদক চোরাচালানের অভিযোগে এবং একজন হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। রাষ্ট্রীয় তথ্যানুযায়ী, সেপ্টেম্বর শেষে সৌদি আরবে ২০০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হার দ্রুত বেড়েছে। আমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে চীন এবং ইরানের পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দিক থেকে সৌদি আরব তৃতীয় স্থানে ছিল। ২০২২ সালে দেশটিতে ১৯৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল, যা এক বছরে ছিল সর্বোচ্চ। বার্লিনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ইউরোপিয়ান সৌদি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস (ESOHR)-এর আইনি পরিচালক তাহা আল-হাজ্জি এ বছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হারকে 'অযৌক্তিক' বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এ অস্বাভাবিক গতি আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ। এটি সৌদি আরবের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নতুন প্রশ্ন তোলে। সৌদি আরবের মানবাধিকার রেকর্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচনা রয়েছে। মাদক ও সহিংস অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ব্যাপারে দেশটি কঠোর আইন প্রয়োগ করে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই পরিস্থিতি সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈশ্বিক মানবাধিকার ইমেজকে আরও চাপের মুখে ফেলতে পারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই উচ্চ হার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম উদাহরণ।

২১ দিনের জন্য কারামুক্ত নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মাদি

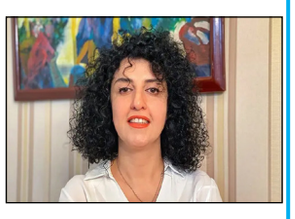

আপনজন ডেস্ক: ইরান নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী নার্গিস মোহাম্মাদিকে তিন সপ্তাহের জন্য চিকিৎসার কারণে মুক্তি দিয়েছে। তার আইনজীবী মোস্তাফা নিলি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন। এএফপির প্রতিবেদন থেকে বুধবার এ তথ্য জানা গেছে। নার্গিস মোহাম্মাদি ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে কারাবন্দি ছিলেন। মোস্তাফা এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, 'চিকিৎসকের পরামর্শে পাবলিক প্রসিকিউটর নার্গিস মোহাম্মাদির কারাদণ্ড তিন সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন এবং তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে নার্গিস মোহাম্মাদির পরিবার ও সমর্থকরা দ্রুত এক বিবৃতিতে তিন সপ্তাহের চিকিৎসাজনিত ছুটিকে পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি করেছেন। তারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'নার্গিস মোহাম্মাদির সাজা স্থগিতের জন্য মাত্র ২১ দিন যথেষ্ট নয়। আমরা নার্গিস মোহাম্মাদির অবিলম্বে ও শর্তহীন মুক্তি দাবি করছি, অথবা কমপক্ষে তার মুক্তির মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত বাড়ানোর আহ্বান জানাই।' ৫২ বছর বয়সী নার্গিস মোহাম্মাদি ইরানে মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপক ব্যবহার ও নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক পোশাকনীতির বিরুদ্ধে গত ২৫ বছরে সক্রিয় প্রচারণার কারণে বারবার বিচারের মুখোমুখি ও কারাবন্দি হয়েছেন। তিনি গত দশকের বেশির ভাগ সময়ই কারাগারে কাটিয়েছেন। আইনজীবী মোস্তাফা নিলি বলেন, 'তার শারীরিক অবস্থার কারণে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যা তিন সপ্তাহ আগে একটি টিউমার অপসারণ ও হাড় প্রতিস্থাপনের পর তৈরি হয়েছে। টিউমারটি ম্যালিগন্যান্ট ছিল না, তবে তাকে প্রতি তিন মাসে চেকআপ করাতে হবে।' এএফপির তথ্য অনুসারে, জুন মাসে নার্গিস মোহাম্মাদিকে 'রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারণার' অভিযোগে আরো এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তার বিচার জনসমক্ষে করার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি আদালতে হাজির হতে অস্বীকৃতি জানান। সেপ্টেম্বরে কারাগার থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি ইরানে নারীদের বিরুদ্ধে 'ধ্বংসাত্মক নিপীড়নের' নিন্দা করেন। মাহসা আমিনির মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকীতে এই চিঠি তার ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছিল। আমিনি একজন ইরানি কুর্দি নারী ছিলেন, যিনি পোশাকনীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে আটক অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুর পর দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল। নার্গিস মোহাম্মাদি ২০২৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন, বিশেষ করে ইরানে মৃত্যুদণ্ডবিরোধী প্রচারণার জন্য। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলেছে, চীনের পর ইরান প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

বিক্ষোভের মুখে দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারির আদেশ প্রত্যাহার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল হঠাৎ করে সামরিক আইন জারি করেন, তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বুধবার পৃথক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

এদিন গভীর রাতে প্রেসিডেন্ট ইউন পার্লামেন্ট সদস্যদের বিরোধিতার মুখে সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, পার্লামেন্টে ভোটের পর তিনি পার্লামেন্টের অবস্থান মেনে নেবেন এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকের মাধ্যমে এ আইন তুলে নেয়া হবে।

এ ঘটনায় পার্লামেন্টে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সিউলের জাতীয় পরিষদ ভবন ঘিরে বিক্ষোভকারীরা অবস্থান নেন। তারা প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং রাতভর বাইরে অবস্থান করেন।

এর আগে, প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল জরুরি ভিত্তিতে সামরিক আইন ঘোষণা করেছিলেন, যার পেছনে উত্তর কোরিয়ার হুমকি ও বিরোধী দলের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ছিল। তার দাবি ছিল, বিরোধী দল সরকারকে অচল করে দিয়েছে এবং দেশের সুরক্ষা ঝুঁকিতে পড়েছে।

পরবর্তীতে স্থানীয় সময় বুধবার ভোর সাড়ে ৪টায় প্রেসিডেন্ট ইউন এক টেলিভিশন ভাষণে বলেন, জাতীয় পরিষদের অনুরোধ মেনে সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভা এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নেপথ্যে কী?

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির ও গণতান্ত্রিক দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় হঠাৎ করেই সামরিক শাসন জারির ঘোষণা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। তার এই সামরিক শাসন জারির আদেশটি ছিলো দেশটিতে গত প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে এ ধরনের ঘটা প্রথম ঘটনা।

গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে তিনি 'রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা' ও উত্তর কোরিয়ার হুমকির মুখে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান। তবে খুব তাড়াতাড়িই একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসে, বাইরের কোনো হুমকির কারণে নয়, বরং রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনে নিজের মরিয়া প্রয়াসের কারণেই প্রেসিডেন্ট ইওল এমন সিদ্ধান্ত নেন।

প্রেসিডেন্ট সামরিক শাসন জারির ঘোষণা দেওয়ার পরপরই এর প্রতিবাদে হাজারো জনগণ দেশটির পার্লামেন্ট ভবনের চত্বরে জড়ো হন। পাশাপাশি বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা উদ্যোগ নেন পার্লামেন্টে জরুরি ভোটাভুটির মাধ্যমে সামরিক শাসন জারির সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে।

এর কয়েক ঘণ্টা পর প্রেসিডেন্ট ইওল পার্লামেন্টের ভোটের ফলাফলকে মেনে নেন এবং সামরিক শাসন জারির ঘোষণা প্রত্যাহার করেন। আর এই ঘটনার পর এখন তিনি পার্লামেন্টে অভিশংসনের মুখে পড়েছেন, এমনকি নিজের দল থেকেও বহিষ্কার হতে পারেন তিনি।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ইউন সুক ইওল এমন আচরণ করেছেন যেন তিনি অবরোধের মুখে ছিলেন।

মঙ্গলবার রাতে দেওয়া ভাষণে তিনি দেশে 'নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি' নির্মূলে সামরিক শাসন জারির ঘোষণা দেন। আর এই ঘোষণার পরপরই হেলমেটধারী সৈন্যরা পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে অবস্থান নেয়। এ সময় হেলিকপ্টারগুলোকেও ভবনের ছাদে অবতরণ করতে দেখা যায়।

স্থানীয় সময় রাত ১১টায় সামরিক বাহিনীর এক ডিক্রি জারির মাধ্যমে সব ধরনের প্রতিবাদ সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং গণমাধ্যমকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

তবে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতিবিদরা প্রেসিডেন্ট ইওলের এই সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ ও অসাংবিধানিক' বলে ঘোষণা করে। এমনকি, ইওলের নিজের দল পিপলস পাওয়ার পার্টি তার এই ঘোষণাকে 'ভুল উদ্যোগ' হিসেবে অভিহিত করে। অন্যদিকে, দেশটির সবচেয়ে বড় বিরোধী দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা লি জায়ে মাউং এমপিদের প্রতি ভোটের মাধ্যমে সামরিক শাসন জারির ঘোষণাকে প্রতিহতের আহ্বান জানান। তিনি সাধারণ নাগরিকদের পার্লামেন্ট ভবনে এসে প্রতিবাদ জানানোরও ডাক দেন।

বিরোধী দলের নেতার ডাকে সাড়া দেয় হাজারো মানুষ। তারা নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে হাজির হয়। এ সময় জনতার সঙ্গে পুলিশের ধাক্কাধাক্কি হয়। তবে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে এই উত্তেজনা সহিংসতায় রূপ নেয়নি।

এ সময় আইন প্রণেতাদের ব্যারিকেড ডিঙিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করতে দেখা যায়। মঙ্গলবার দিনগত রাত ১টায় দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টের ৩০০ সদস্যের মধ্যে ১৯০ জনের ভোটে প্রেসিডেন্ট ইওলের সামরিক শাসন জারির ঘোষণা বাতিল করে দেওয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় এর আগে ১৯৭৯ সালে সে সময়কার সামরিক শাসক পার্ক চুং-হি এক অভ্যুত্থানে প্রাণ হারানোর পর সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল। দেশটিতে ১৯৮৭ সালে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর তা আর জারি হয়নি। সামরিক আইনে সামরিক বাহিনীকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সাধারণ জনগণের কিছু অধিকারকে রহিত করা হয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক তৎপরতায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে গণমাধ্যম, প্রতিবাদকারীরা ও রাজনীতিবিদরা তা অগ্রাহ্য করে। সরকারি গণমাধ্যম ইয়োনহাপসহ সবাই তাদের স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যায়। ২০২২ সালের মে মাসে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন প্রেসিডেন্ট ইওল। তিনি রক্ষণশীল দলের নেতা হলেও সে সময়ের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দল বিজয়ী হয়। সে কারণে তার সরকার পার্লামেন্ট অধিকাংশ বিল পাস করতে পারছিল না। এ ছাড়া তার সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও উঠে। গত মাসেই ফার্স্ট লেডির দায়িত্বের বাইরে তৎপরতার জন্য টেলিভিশনে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। তবে এক্ষেত্রে তিনি অধিকতর তদন্তের দাবিকে নাকচ করে দেন। এই সপ্তাহে বাজেট কাটছাঁটের একটি প্রস্তাবেও তিনি তার ভেটো ক্ষমতা প্রদানে ব্যর্থ হন।

এ ছাড়া ফার্স্ট লেডির বিরুদ্ধে তদন্তে ব্যর্থতার জন্য বিরোধী দল মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে অভিশংসনের মুখে দাঁড় করায়। প্রেসিডেন্ট ইওন সুক ইওলের ঘোষণার পরবর্তী ছয় ঘণ্টা কোরীয় জনগণ এক ধরনের দ্বিধায় ছিল, অনেকেই বুঝতে পারছিলেন না সামরিক শাসন আসলে কী? তবে পার্লামেন্টের দ্রুত উদ্যোগের কারণে এমনকি ইওলের ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন সদস্যের সম্মতিতে সামরিক শাসন জারির আদেশ বাতিল করায় অচলাবস্থার অবসান ঘটে।

নামিবিয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হলেন নান্দি নাদাইতওয়া

আপনজন ডেস্ক: নামিবিয়ার ক্ষমতাসীন এসডব্লিউএপিও দলের নেত্রী নেতুম্বো নান্দি নাদাইতওয়া দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নামিবিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হলেন। নির্বাচনে নান্দির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পান্দুলেনি ইতুলা, যিনি ইনডিপেনডেন্ট প্যাট্রিয়টস ফর চেঞ্জ (আইপিসি) দলের নেতা। ইতুলা প্রায় ২৬ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। মঙ্গলবার নামিবিয়ার নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেছে।

কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, নান্দি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রায় ৫৭ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হতে হলে প্রার্থীকে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হয়।

নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর নান্দি নাদাইতওয়া বলেন, নামিবিয়ার জনগণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ভোট দিয়েছেন। তবে আইপিসি তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ত্রুটিপূর্ণ দাবি করে ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমানে নাদাইতওয়া নামিবিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৭২ বছর বয়সী নান্দি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসডব্লিউএপিও দলের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ আরো বাড়ালেন।

১৯৯০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই এই দলটি ক্ষমতায় রয়েছে। ষাটের দশকে নান্দি যখন এসডব্লিউএপিওতে যোগ দেন, তখন দলটি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল। নামিবিয়ায় গণতান্ত্রিক যুগ শুরু হওয়ার পর, নান্দি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইউক্রেন সফরে জার্মান চ্যান্সেলরের রহস্যময় রুপালি স্যুটকেস নিয়ে জল্পনা

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের জন্য সম্প্রতি দেশটি সফরে যান জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ। এ সময় তার সঙ্গে ছিল এক রহস্যময় রুপালি রঙের স্যুটকেস। যা তিনি একমুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করেননি। এ ঘটনায় সেই স্যুটকেসটি নিয়ে দেখা দিয়েছে জল্পনা। জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনেকেই লক্ষ করেছেন, চ্যান্সেলর তার সঙ্গে একটি রহস্যময় স্যুটকেস নিয়ে এসেছিলেন, যা তিনি কখনোই হাতছাড়া করেননি। শলৎজকে একটি ট্রেন থেকে নামার পর তার হাতে একটি রুপালি স্যুটকেস দেখা যায়। সেটা তিনি তার কোনো সহযোগীর হাতেই দেননি; নিজে বহন করেছেন। তবে সেই স্যুটকেসে আসলে কী ছিল, সেই বিষয়টি নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। বিল্ড বলেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের আগেই শলৎজ ইউক্রেন সফর করতে চেয়েছিলেন। চ্যান্সেলর এই সফরে জানতে চান, সংঘাতের অবসান ঘটাতে ইউক্রেন কী করতে প্রস্তুত। ইউরোপের হার্টল্যান্ড বলে পরিচিত জার্মানির চ্যান্সেলর নিজ দেশে রাজনৈতিক ডামাডোল ও টানাপোড়েনের মধ্যে গেছেন। কারণ, তার জোট সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে একটি দল। যার ফলে, জোট সরকারের ভবিষ্যৎ টালমাটাল হয়ে পড়েছে। বিল্ড জানিয়েছে, জার্মানিতে শাসক জোট ভেঙে পড়ার আগে অর্থাৎ গত নভেম্বরের শুরুতেই শলৎজের ইউক্রেন সফর পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

বিল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বুন্ডেস্ট্যাগ নির্বাচনের ৮৩ দিন বাকি থাকতে, শলৎজ স্বাভাবিকভাবেই একটি স্পষ্ট বার্তা দিতে চান—এখনো আমিই চ্যান্সেলর।' মূলত নিজের অবস্থান জানান দিতেই শলৎজের এই সফর। ট্রাম্পের ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানে আলোচনা শুরুর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে জার্মান চ্যান্সেলর ইউক্রেনের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে জার্মান সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে।

ওলাফ শলৎজ ২ ডিসেম্বর কিয়েভে পৌঁছান। এটি গত আড়াই বছরের মধ্যে ইউক্রেনে তার দ্বিতীয় সফর। এর আগে তিনি ইউক্রেনকে ৬৫০ মিলিয়ন ইউরোর নতুন সহায়তা প্যাকেজ দেওয়ার ঘোষণা দেন। জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মিটকো মুলার শলৎজের ইউক্রেন সফরের পর জানান, ইউক্রেনের জন্য ৬৫০ মিলিয়ন ইউরোর নতুন সহায়তা প্যাকেজে আইরিস-টি আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, লোপার্ড-১ ট্যাংক এবং গোয়েন্দা ও অ্যাটাক ড্রোন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হামা শহরের কাছে বিদ্রোহীরা, আসাদ সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত বিদ্রোহীরা দেশটির গুরুত্বপূর্ণ শহর হামার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বলে দাবি করেছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এই অগ্রগতির সত্যতা নিশ্চিত করেছে। বিদ্রোহীরা জানিয়েছে, তারা হামার উত্তরে অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে। এর মধ্যে মার শাহুর নামক একটি গ্রামও রয়েছে। প্রেসিডেন্ট আসাদের বাহিনীর শক্তিশালী অবস্থানের পরেও বিদ্রোহীদের এই অগ্রগতি নতুন করে সংঘাতকে উস্কে দিতে পারে। গত সপ্তাহে বিদ্রোহীরা সিরিয়ার বৃহৎ শহর আলেপ্পো দখল করে নেয়, যা ২০১১ সালে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের পর তাদের অন্যতম বড় সাফল্য। এই আক্রমণের ফলে আসাদ সরকারের ওপর চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হামায় নতুন করে সেনা পাঠানো হচ্ছে। হামা শহরটি ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিদ্রোহীদের বর্তমান অগ্রগতি সেই নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগছি বলেছেন, দামেস্ক চাইলে তেহরান সিরিয়ায় সেনা পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করবে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের 'সন্ত্রাসী আগ্রাসন' বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী শিয়া আল-সুদানি বলেছেন, বাগদাদ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। তিনি বিদ্রোহীদের পুনরুত্থানের জন্য সিরিয়ার ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলাকে দায়ী করেছেন। রাশিয়া বর্তমানে ইউক্রেনে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় সিরিয়ায় তাদের সামরিক সহায়তা কিছুটা সীমিত হয়েছে। অন্যদিকে, লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছে, ফলে সিরিয়ায় তারা নতুন যোদ্ধা পাঠানোর পরিকল্পনা করছে না। তবে ইরান-সমর্থিত ইরাকি মিলিশিয়া যোদ্ধারা ইতিমধ্যেই সিরিয়ায় প্রবেশ করেছে। সিরিয়ার বিদ্রোহী সূত্র জানিয়েছে, হামার কাছে চলমান লড়াইয়ে এই মিলিশিয়ারা আসাদ বাহিনীর পক্ষে অংশ নিচ্ছে। সিরিয়া ও রাশিয়ার সরকারি বাহিনী বিদ্রোহীদের ওপর বিমান হামলা জোরদার করেছে। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, আলেপ্পো ও ইদলিব অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাসপাতালের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে। এ ধরনের আক্রমণ বিদ্রোহীদের শক্তি কমিয়ে দিতে পারে, তবে এতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

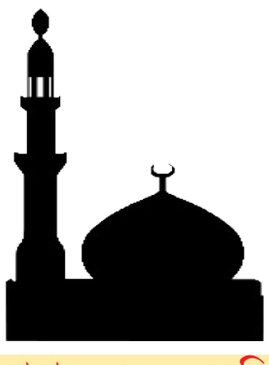

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৭	৬.০৩
যোহর	১১.৩২	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৭	

ফিলিপাইনে ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত

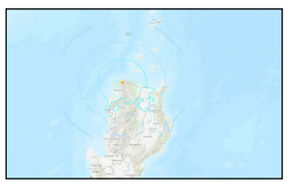

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। দেশটির উত্তরাঞ্চলে এ ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। বুধবার এক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৭ কিলোমিটার (২৩ মাইল) গভীরতায়।

অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি বিদ্বেষ বেড়েছে ৩১৬ শতংশ

আপনজন ডেস্ক: চলমান গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদিবিরোধী ঘটনা পূর্ববর্তী ১২ মাসের সময়ের তুলনায় ৩১৬ শতাংশ বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ইহুদিদের একটি নির্বাহী পরিষদের প্রতিবেদনে এই দাবি করা হয়েছে।

রোববার প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইসিএজে জানিয়েছে, গত ১ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে ২০৬২টি ইহুদি-বিরোধী ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় ইহুদি সংস্থাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। তারা আরো জানিয়েছে, অথচ ২০২৩ সালের পূর্ববর্তী ১২ মাসে ৪৯৫টি ইহুদি-বিরোধী ঘটনা ঘটেছি। ইসিএজের প্রতিবেদন অনুসারে, অস্ট্রেলিয়ায় বছরে ৬৫টি ইহুদিবিরোধী শারীরিক আক্রমণ হয়েছে। যার মধ্যে ৪৪ বছর বয়সী একজন ইহুদি লোক ছিল। তাকে 'ইহুদি কুকুর' বলে উত্যক্ত করা হতো। ২৮ অক্টোবর ২০২৩-এ সিডনি পার্কে তিনজন লোক তাকে পিটিয়ে আহত করেছিল। এ ঘটনায় তার চোখ দু'টি কালো হয়ে গেছে। এছাড়া মেরুদণ্ডে চারটি ফ্র্যাকচার হয়েছে। পরে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য আরেকজন ইহুদি ছিল। তাকে স্থানীয়রা 'নোংরা ইহুদি' বলে রাগাতো। তাকেও এভাবে পিটিয়ে আহত করা হয়েছিল।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
DANBIR ACADEMY
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন
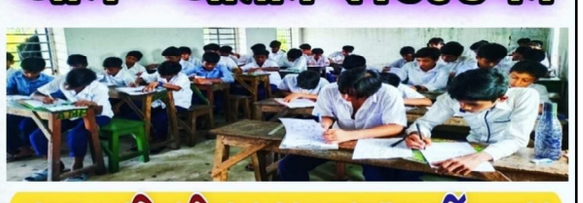
বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
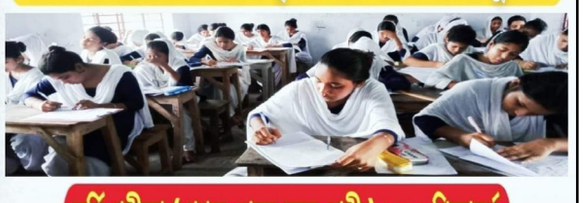
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩২৮ সংখ্যা, ২০ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

ঐক্যই উন্নয়নের সহায়ক

এই পৃথিবীটা বড়ই জটিল এবং কঠিন। জ্ঞানীরা উপলব্ধি করিতে পারেন–হিংসায় উন্মত্ত নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের ঘোর কুটিল ধরণিতে টিকিয়া থাকাটাই অনেক বড় ব্যাপার। সেই জন্য যাহারা টিকিয়া আছেন, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তাহাদের শুকরিয়া জানানো উচিত। ইমান রাখা ও শুকরিয়া জানাইবার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতীত কখনো আমাদের সার্বিক মঙ্গল হইবে না। যাহারা বেইমানি করে এবং অতি চালাকির আশ্রয় নেয়, তাহাদের পরিণতি ইতিহাসের পাতায় লেখা রহিয়াছে। অনেক যানবাহনের গায়ে দার্শনিক কথাবার্তা লেখা থাকে। যেমন একটি ট্রাকের গায়ে লেখা ছিল–'এখন করিবে চালাকি, পরে বুঝিবে জ্বালা কী?' উন্নয়নশীল বিশ্বের অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হওয়া ভুঁইফোঁড়রাও চালাকি করিতে চাহে। সেই চালাকি অনেক ক্ষেত্রে হইয়া পড়ে কাকের আচরণের মতন। কাক যেমন কোনো জিনিস লুকাইবার সময় চক্ষু মুদিয়া মনে করে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীর কেহই আর তাহার গোপন জিনিসটি দেখিতে পাইতেছে না। এমন চালাকির বিপদ অনেক। এই জন্য প্রবাদে বলে–অতি চালাকের গলায় দড়ি।

একদিকে অন্যায়ের প্রশ্রয়, অন্যদিকে অনৈক্য–এই দুইটি বৈশিষ্ট্য একটি জাতির উন্নত হইবার পথে সবচাইতে বড় বাধা। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে তৃণ সম দহে'–কথাটি বলিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে–ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প ও ধর্মীয় কাহিনি রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে মহান আল্লাহ তাআলা অন্যায়ের সহিত আপস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। যাহারা অবৈধভাবে অর্থসম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে, সময় থাকিতে নিজেদের শুধরাইয়া লওয়া উচিত। যাহারা অনিয়ম-দুর্নীতি করিতেছেন, তাহাদের নিজেদের বিবেকের দিকে তাকাইতে হইবে। তাহাদের অন্যায়-দুর্নীতি-অনিয়মের মাফ নাই। রাষ্ট্রযন্ত্র একটি সময় আসিয়া তাহাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেই। ইহার পাশাপাশি জনগণকেও সচেতন হইতে হইবে। কোথাও অনিয়ম-দুর্নীতি হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে, প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা না জাগিলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন–'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?' সুতরাং একজন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অনিয়মকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। ইহাদের বিরুদ্ধে জাগরণ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে।

সচেতন জনগণ যদি 'এক' থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। মনে রাখিতে হইবে, উন্নয়নকাজের প্রশ্নে কোনো রাজনীতি করা উচিত নহে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পার হইলেও আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে। লুটপাট বন্ধ করা না গেলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকাজ কখনই সম্পন্ন করা যাইবে না। আর ইহার জন্য প্রয়োজন সকলের ঐক্য। মহাবিশ্বের দিকে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাই, পুঞ্জীভূত মহাশক্তিই এই জগতের প্রতিটি স্তরে স্তরে। সুতরাং ঐক্যই হইল জগতের সবচাইতে বড় শক্তি। আমাদের ধর্মে পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। ইসলামে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। এই ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখিবার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' (সুরা-৪৯ হুজরাত, আয়াত :১০) 'এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।' (সুরা-৯ তওবা, আয়াত : ৯২)। বেইমান, অবৈধ উপার্জনকারী অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক।

.....

সংখ্যালঘু হলেও বিষয়টি গুরুতর
প্রেক্ষিত ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক

সভ্য সমাজের প্রতিটি নাগরিক মাত্রই অসহায় মানুষের পক্ষে ও সব রকম আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াই উচিত।সেই হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু, ইউপির দলিত, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী, শ্রীলঙ্কার তামিল, আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ, ফিলিস্তিনবাসী সহ সকল নিপীড়িত জনগণের পক্ষে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হওয়াই কাম্য। লিখেছেন **এম রুহুল আমিন...**

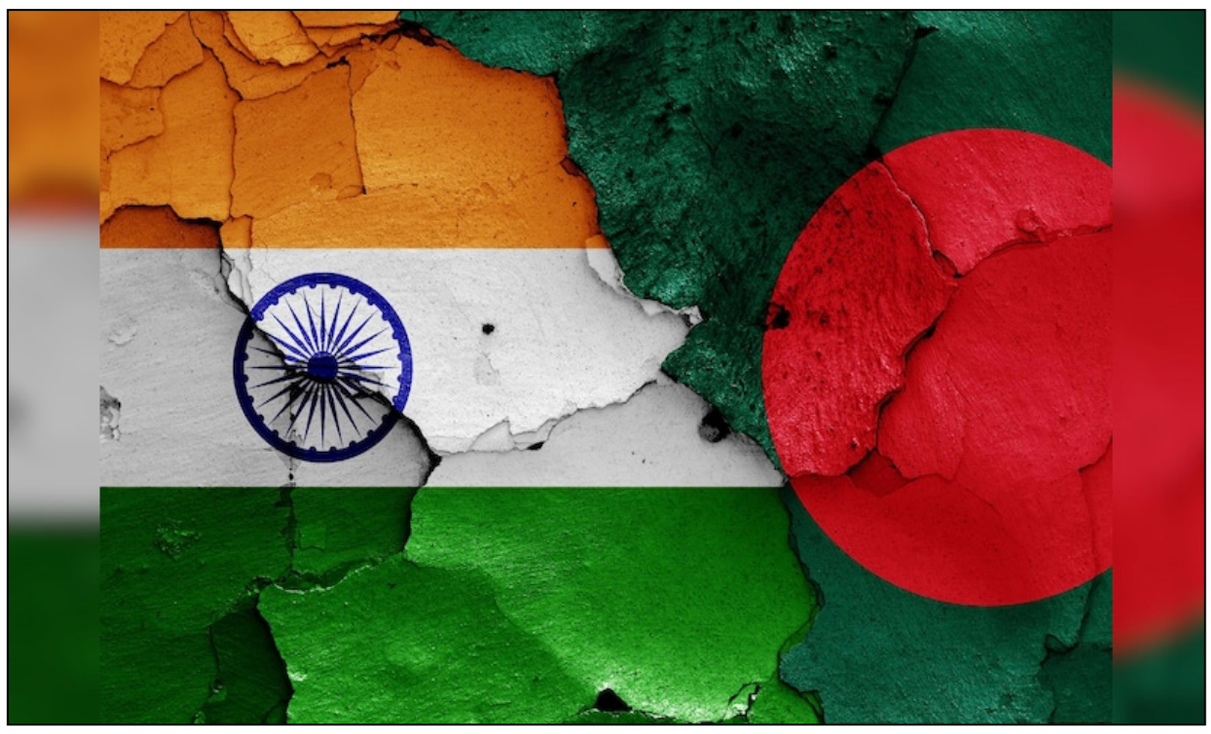

সভ্য সমাজের প্রতিটি নাগরিক মাত্রই অসহায় মানুষের পক্ষে ও সব রকম আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াই উচিৎ। সেই হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু, ইউপির দলিত, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী, শ্রীলঙ্কার তামিল, আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ, ফিলিস্তিনবাসী সহ সকল নিপীড়িত জনগণের পক্ষে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হওয়াই কাম্য।

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ, মিডিয়া চ্যানেল গুলির দায়িত্বহীন প্ররোচনা, দুই দেশের উগ্রবাদী ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের উস্কানি, একে অপরের পতাকাকে অশ্রদ্ধা, সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করা, আর সোশ্যাল মিডিয়ার মতো অনিয়ন্ত্রিত একটি মাধ্যম বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। আসলে সমস্যাটা হল বাংলাদেশী হিন্দুদের একটা অংশ নিজেদের ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের শিকার। এদেশের হিন্দুত্ববাদীরা তাদেরকে বাংলাদেশী হতে না দিয়ে হিন্দুত্বের পাঠ দিচ্ছেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা মনে করে -' এই মাটিতে তার, জন্ম এই মাটিতেই তার মৃত্যু'। সে ধর্মীয় বিশ্বাসে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিন্তু জাতীয়তায় ভারতীয়, আরবীয়, পাকিস্তানি বা বাংলাদেশী নয়। এক্ষেত্রে যতই হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি রাতদিন উস্কানি দিয়ে যাক, পাকিস্তানে পাঠাক, মসজিদ খুড়ে মন্দির খুঁজুক - তারা ভারতীয় আইন আদালতকে এখনো ভরসা করে। পাকিস্তান বা বাংলাদেশ বা আরবীয়দের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে না। এদেশে সংখ্যালঘুদের 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে বাধ্য করা, গো হত্যার নামে পিটিয়ে খুন করা, বুলডোজার চালিয়ে বাড়ি ভাঙচুর করা আরও কত কি প্রতিনিয়ত ঘটে চলে। সংখ্যাগুরু অধিকাংশ মানুষের নীরবতা তাদের কষ্ট দেয় পীড়িত করে কিন্তু তারা বিশ্বাস করে- ঐক্য ও বৈচিত্রময় ভারতের পক্ষে থাকা একটা বিশাল অংশ ঠিক একদিন এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করবে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বলছেন -এপার বঙ্গের সংখ্যালঘুদের ওপার বঙ্গের সংখ্যালঘুদেয় জন্য সোচ্চার হওয়া উচিৎ। ঠিকতো উচিৎ তো বটেই -অনেকেই করছেন। কিন্তু আওয়াজটা হয়তো খুব বেশি জোর পাচ্ছে না। এর জন্য বুকে মনে হয় অনেক চাপ চাপ ব্যথা!যখন গুজরাট দাঙ্গা, বাবরি শহীদ এর ছবি ভেসে ওঠে বুকে কষ্ট হয়| ধর্মসভা থেকে মুসলিম কোতল কিম্বা প্রকাশ্য রাস্তায় " মুল্লে কাটে জায়েঙ্গে "স্লোগান ওঠে, জয় শ্রী রামের নামে মানুষ খুন হয় আর সংখ্যাগুরু সমাজের একটা বিশাল অংশ চুপ থাকে, অনেকেই না দেখার ভান করেন, কিম্বা মজা করেন, তা সংখ্যালঘুদেরকে কষ্ট দেয়। গুটি কতক সচেতন নাগরিক রাস্তায় নেমে একটু আধটু প্রতিবাদ করলেও তার আওয়াজ সরকারের কানে পৌঁছোয় না। রাম নবমী বা ধর্মীয় মিছিল থেকে উস্কানি চলে। অনেক ক্ষেত্রে মসজিদ মাদ্রাসায় আক্রমণ হয়। কিন্তু নাগরিক সমাজের মিছিল সেভাবে চোখে পড়ে না। কষ্ট পেতে পেতে সংখ্যালঘুরা নীরব হয়ে গেছে, অসহায় বোধ করে। আর এই কষ্টটা বোঝে বলেই ফিলিস্থিন-এর অসহায় নারী পুরুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগণের প্রতিও সহমর্মিতা অনুভব করেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল জিতলে তাদেরও আনন্দ হয় -তবে তাদের প্রকাশ সব সময় দেখনদারি হয়ে ওঠেনা এই যা। আবার অনেকেই ভারতকে দেশ মাতা রূপে পূজা করেন -সংখ্যালঘুদের সেই রকম দেখতে চান। সমস্যা এই সব জায়গায়। আমি যেমন খাই পরি অনুশীলন করি প্রতিবেশী তেমন করবে -কিন্তু এই এক রঙা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা গুটি কয়েক বিচ্ছিন্নতাবাদী দিয়ে সমগ্র সংখ্যালঘু সমাজকে দায়ী করা ঠিক না। ঠিক যেমন হিন্দুত্ববাদীকে ঘৃণা করা যায় কিন্তু সমগ্র হিন্দুদের নয় -এটা সংখ্যালঘুদের বোঝা উচিৎ। ভারতীয় পতাকার অবমাননা হলে সকলকে প্রতিবাদ করতে হবে। এ পতাকার জন্য কত শহীদের রক্ত বলিদান গেছে। হ্যাঁ 'জনগণ মন' কিম্বা 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা ' শুনলে তাদের বুকটাও চওড়া হয়! কিন্তু ঐ ভদ্র ভাষায় সব সময় প্রকাশ করতে পরে না। যখন তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয়ত্বের পরীক্ষা দিতে আসেনা। আর আসার মত লোকজন বা কয়জন? অধিকাংশ সেই ভাবে সংস্কৃতি মনোজ্ঞ নয়, দারিদ্র ও অশিক্ষা নিত্যসঙ্গী। একটু আধটু সংরক্ষণ পাচ্ছিলো তার জন্য মামলা, ওয়াকাফ আইনের নামে সম্পত্তি দখল -যেখান থেকে স্কলারশিপ পেয়ে অনেকে পড়াশোনা করতো। তাই কি লিখতে কি লিখবে ভেবে উঠতে সময় নেয় -লেখা আর হয়ে ওঠে না। আবার মিডিয়া হাউস গুলি সংখ্যালঘু মুখ কম আনেন। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির নিয়ে ভাবার মানুষ কম-এর থেকে ধর্মীয় বিষয়ে চর্চা বেশি। দু একজন সোচ্চার হলেও তারা আবার প্রতিবেশীদের নানা প্রশ্নবানের সম্মুখীন|যুক্তি তর্কে না গিয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সরাসরি আক্রমণ করেন, যেমন -তুমি ভারতীয় না মুসলমান?, বাঙালি মুসলিম হলে বাংলদেশী বলে দেওয়া, মুসলিম নাম দেখলে পাকিস্তানি বা আরবিয়, কিছু হলেই মাদ্রাসার দোষ দেওয়া, জঙ্গী বলেতেও দ্বিধা নেই, বাঙলি মুসলিম হলে দুধেল গাই বা তৃণমোল্লা বা লুঙ্গিবাহিনী আর না হয় সুলতান, মোগলদের এর উত্তরসুরি ইত্যাদি।

এরা মাঠে ময়দানে রাত দিন ভারতীত্বের পরীক্ষা দিচ্ছে -বলছে আমরা ভারতীয় দাদা!আমাদের চৌদ্দ পুরুষের কবর এখনে -তবুও কাগজ দেখাতে হবে। তা কাগজ পত্র যখন দেখল -তাতে করে লাখ লাখ কোটি হিন্দুদের কাগজ আর মেলে না। কিন্তু রাজনৈতিক বাংলাদেশী হিন্দুদের দেখে খারাপ লাগে। আপনারা বাংলাদেশকে কেন নিজের দেশ মনে করছেন না। ১৯৪৭ বা বলা যেতে পারে ১৯৭১ পরবর্তীকালে আর এই সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যে যার দেশকে গড়ুন। খামোকা অন্য দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিতে পা না দিয়ে নিজেদের বাংলাদেশী ভাবতে শিখুন। অন্ততঃ ভারতের সংখ্যালঘুদের থেকে শিক্ষা নিন অনুগ্রহ করে। কারণ আপনারা যতই উস্কানি দেবেন ভারতের সংখ্যালঘুরা ততই পীড়িত হবে শারীরিক ও মানসিকভাবে। এদিকে তাদেরকে সব সময় প্রমাণ দিয়ে যেতে হয় ভারতীয়ত্বের। কিন্তু এতদিনে পরিষ্কার যে না এদেশের সংখ্যালঘুরা ভারতীয়ত্বের পরীক্ষার অন্ততঃ প্রতিবেশী সংখ্যালঘুদের ১০০গোল দেবে। তাই ইদানিং আবিষ্কার হয়েছে -জয় শ্রীরাম বলতে হবে। অর্থাৎ ভারত এখন বহুত্ববাদী থেকে হিন্দুত্ববাদী হয়ে উঠার চেষ্টা করছে -যদিও ভারতের একটা বিশাল জনসমষ্টি বহুত্ববাদী ভারতে বিশ্বাসী। ধর্মীয় দেশ হলে তার অবস্থা কেমন হয় তা আরব, ইজরাইল, পাকিস্তানকে দেখলে বুঝতে পারবেন।

পরিশেষে বলি এই যে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা এপার থেকে উস্কানি দিচ্ছেন এতে সীমান্ত সমস্যা আরও বাড়বে। যদিও পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয় বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে। এটা আশঙ্কা জাগায় বৈ কি!তবে এটা হওয়ার পিছনে বিগত কয়েক দশক ধরে দেশত্যাগ কেন হল?১৯৭১ এর পরেও কি বিশাল মাত্রায় অত্যাচার হয়েছে না ভারতে চলে আসা ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ভারতের উন্নত পরিষেবার সুযোগ নিতে আরও বহু মানুষ সীমান্ত পেরিয়েছে?আমরা হাসিনা সরকার ও আওয়ামী লীগকে ভালো বলছি কিন্তু তারাও ধরে রাখতে পারিনি?। CAA, NRC এর মত সমস্যায় ওপার থেকে আগত হিন্দু সমাজের বিশেষ করে মতুয়াদের ভাগ্য ঝুলে আছে -কাগজ পত্র না খুঁজে পেয়ে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার খবর আসছে, আসামের একটা বিশাল অংশের মানুষ যার অধিকাংশ বাঙালি হিন্দু আজ অসহায়। তার সাথে আবার বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির উস্কানিতে দুই দেশেই অস্থিরতা আগামীর জন্য সুখকর নয়!আসুন আমরা বরং এই হিন্দু মুসলিম খেলা না খেলে উগ্রতার প্রতিবাদ করি তবে পরিশেষে আবারও বলি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ভারতীয় ললিপপ না দেখিয়ে বরং তাদেরকে নিজেদের মত করে মোকাবিলা করতে দিন, যেমন করে ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলিমরা লড়াই করে চলছে -তার জন্য তারা কোনো বিদেশী শক্তির সাহায্য চাইনি। প্রয়োজনে বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে হবে। আর একটা কথা ভারত দক্ষিণ এশিয়ার একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি কিন্তু বৈদেশিক নীতি নিয়ে আরও সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। এমনিতেই চিন, পাকিস্তান ভারতের ঘোষিত শত্রু। ইদানিং সম্পর্ক খারাপ হয়েছে মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান এর সঙ্গে|সম্প্রতি বাংলাদেশকে সেই তালিকায় যুক্ত করলে বিষয়টি আগামীতে আরও জটিল দিকে যাবে। এদিকে উত্তর পূর্বের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে চিনের ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। মনিপুর অশান্ত। কাশ্মীর নিয়ে এমনিতেই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ|আমি আশাবাদী ভারত বাংলাদেশের মধ্যেকার মিত্র সম্পর্ক দ্রুত মেরামতি হবে। এক্ষেত্রে উভয় দেশকে আরও সংযত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। সীমান্ত উত্তেজনা দ্রুত প্রশমিত করা দরকার। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক মজবুত করতে হবে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ ও অন্তরবর্তীকালীন সরকারকে আরও দায়িত্ববান হতে হবে। দুই দেশ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাভাব রাখতে হবে। ভারতীয় পতাকার অবমাননা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ও নিন্দনীয়। সেই সঙ্গে ত্রিপুরায় বাংলাদেশ দুতাবাসে হামলা নিঃসন্দেহে হটকারী কাজ। আর হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ কতটা সম্ভব জানা নেই তবে মিডিয়া হাউসগুলিকে আরও সংযত হতে হবে। এমনিতেই ভারতীয় সংখ্যালঘুরা ভারতীয় মিডিয়ার মিথ্যাচার ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে ক্ষুব্ধ। হ্যাঁ প্রতিবেশী দেশের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা থাকা উচিৎ আর সমধর্মীয় হলে টান থাকবে এটা স্বাভাবিক। যেমন মুসলিমরা ফিলিস্থিন এর জন্য সোচ্চার হন। তবে নিজ দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব রেখে প্রতিবেশীর প্রতি দরদ সন্দেহ বাড়ায় -মাঝে মাঝে মনে হয় এ যেন উগ্র প্যান ইসলামী ভাবধারার মত উগ্র প্যান হিন্দুত্ব ভাবধারার বিকাশ দেখছি -যারা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে হিন্দু রাষ্ট্র দেখতে চায় -এ এক ভয়ঙ্কর ইজম! সচেতন নাগরিক মাত্রই এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ভাবনাকে সম্মিলিত ভাবে প্রতিহত করতে হবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

মহারাষ্ট্রের রাজনীতি: আদর্শ, নৈতিকতা এবং প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন ব্যবস্থা

পাশারুল আলম

ভারতের রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র সবসময় গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি দেখিয়ে দিয়েছে যে রাজ্যের রাজনীতি এখন আদর্শ ও নৈতিকতার মাপকাঠি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিশ্বাসের অভাব এবং অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপি-শিবসেনা (শিন্ডে গোষ্ঠী) ও এনসিপি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী) মিলে সরকার গঠন করলেও রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারছে না।

মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। ইভিএম মেশিনে কারচুপির অভিযোগ যেমন নতুন নয়, তেমনি এবার সাধারণ ভোটারদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা আরও তীব্র হয়েছে। ভোটার লিস্ট থেকে বহু মানুষের নাম বাদ দেওয়া, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব, এবং নির্বাচনের শেষে নতুন করে ৭৫ লক্ষ ভোটদানের যে হিসাব নির্বাচন কমিশন দিয়েছে, তা জনমনে আরও সংশয় সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক নয়।মহারাষ্ট্রের ভোট প্রক্রিয়ায় এবার এমন কিছু তথ্য উঠে এসেছে যা সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তুলেছে। প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল ও অন্য বুথে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নতুন করে পাঁচ মাসের মধ্যে সাতচল্লিশ লক্ষ ভোটারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

গ্রামীণ ভারতের মানুষদের ইভিএম মেশিনের প্রতি আস্থা দীর্ঘদিন নেই। তারা বারবার কাগজের ব্যালট ফেরানোর দাবি জানাচ্ছে। কিন্তু সরকার সেই দাবিকে উপেক্ষা করছে। যদিও এতদিন কোর্টের মাধ্যমে ইভিএম ব্যবস্থাকে রক্ষা করা হয়েছে, তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে স্রোত তৈরি হচ্ছে, তা আর অস্বীকার করা যাবে না। ইভিএম নিয়ে যেভাবে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে, তা খণ্ডন করার মতো যথাযথ যুক্তি নির্বাচন কমিশনের কাছে নেই। এছাড়া ADR মতন নিরপেক্ষ সংস্থা গুলি যখন প্রশ্ন তুলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নির্বাচন কমিশন এড়িয়ে যান। স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষিত মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন । ইভিএমের প্রতি আস্থা হারানো মানুষ ব্যালটের দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত করার প্রয়াস চালাতে শুরু করেছে।

এই আস্থা ও বিশ্বাস হারানোর আর একটি কারন হল রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থের রাজনীতি। রাজ্যের রাজনীতিতে আদর্শের কোনো স্থায়ী ভিত্তি নেই। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আদর্শ, নৈতিকতা এবং জনগণের স্বার্থ পুরোপুরি উপেক্ষিত হচ্ছে। আদানি এবং কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলির প্রভাব মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সার্বিক ভাবে একাধিক কারন থাকলেও ভবিষ্যতে ইভিএম বিরোধী আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনীতিতে এখন একটি সাধারণ জনগণ কেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করছেন।

এক্ষেত্রে ইভিএম ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে কাগজের ব্যালটের দাবি শুধু মহারাষ্ট্র নয়, গোটা ভারতবর্ষেই জোরদার হচ্ছে। জনগণ মনে করে, তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ভোটিং প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে হওয়া উচিত। সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাগজের ব্যালট ফেরানো উচিত।

তাই বলা যেতে পারে, মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচন শুধুমাত্র একটি রাজ্যের বিষয় নয়, এটি গোটা ভারতের জন্য একটি নেতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নির্বাচন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার। জনগণের দাবি অনুযায়ী কাগজের ব্যালটে ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা হলে তা নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জন আস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

***** মতামত লেখকের নিজস্ব**

প্রথম নজর

পরিযায়ী পাখিদের রক্ষা করতে শিশুদের সচেতনতার বার্তা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শীতের মরশুম শুরু হতেই বালুরঘাট সংলগ্ন বিভিন্ন জলাশয়ে এসে গিয়েছে পরিযায়ী পাখির দল। দিঘির জলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে তারা। কিন্তু মানুষ এখনো কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে বিরক্ত করে চলে। সেই খবর পেয়ে কামারপাড়ার কাছেই চকমাধব এবং মারগ্রাম গ্রামে সচেতনতা অভিযান করল দিশারী সংকল্প নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা।

ইতিমধ্যে এই দুই জলাশয়ে লেসার হুসি হুইসলিং ডাক এর দেখা মিলেছে। গ্রামে গঞ্জে সাধারণভাবে বালি হাঁস নামে পরিচিত হয় এই পাখি। তবে সেটা একদমই ঠিক নয়, এর নাম সরাল। অনেক সময় একে পাতি সরালও বলা হয়। খবর এসেছিল মানুষজন গুলতি দিয়ে তাদেরকে মারছে, মাংস খাওয়ার লোভে তাদেরকে ধরার চেষ্টা করছে। আর সেই খবর পেয়েই ছুটে আসেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে তুহিন শুভ্র মন্ডল, প্রদীপ কর চৌধুরী। গ্রামবাসীরা জানালেন এই চশমাধব গ্রামের পাশেই রয়েছে মাড়গ্রাম সেখানেও এই পরিযায়ী পাখিদের দেখা যাচ্ছে। চকমাধব গ্রামের বাসিন্দা মিঠু প্রামানিক বলেন বেশ কিছুদিন থেকেই এই পাখিরা এই জলাশয় আসছে।

দিশারী সংকল্পের পক্ষ থেকে ছোটদের মধ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা অভিযান করা হয়। বলা হয় পরিযায়ী পাখিরা আমাদের পরিবেশের সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওরা আমাদের অতিথি। ওদের কোনোভাবেই অত্যাচার বা বিরক্ত করা যাবে না। বরং আগলে রাখতে হবে। এই কথায় গ্রামের বিভিন্ন বয়সীদের মধ্যে এবং ছোট ছোট ছাত্রদের মধ্যে বার্তা হিসেবে দিলেন সংগঠনের সদস্যরা।

খুদে শিক্ষার্থী বিশ্বনাথ সিং, শান্তনু বর্মন, শুভ বর্মন, শুভম বর্মন রা বলে, 'আমরা ওদেরকে মারিনা। আর অন্য কেউ মারলে তাদেরকে বোঝাবো।'

অবরোধে নেতৃত্ব দিলেন বাম যুব নেত্রী মীনাক্ষী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদায় একগুচ্ছ দাবি নিয়ে বাম ছাত্র-যুব ও মহিলা সংগঠনের জোরদার আন্দোলন। এসপি অফিস ঘেরাও অভিযান।অভিযানে বাধা পেয়ে, মালদা শহরের গৌড়রোড মোড় এলাকায় পথ অবরোধ। অবরোধে নেতৃত্ব দিয়ে এসপি-র বিরুদ্ধে সোচ্চার বামনেত্রী মীনাক্ষি মুখার্জি। বুধবার কর্মসূচি সফল করতে মালদা শহরের রথবাড়ি মোড় থেকে সিপিআইএম-এর ছাত্র সংগঠন এসএফআই, যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং মহিলা সংগঠন এ.আই ডিডব্লউএ-এর তরফে বিশাল মিছিল। মিছিলের নেতৃত্বে সারা, ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী কণীনিকা ঘোষ সহ অন্যান্যরা। ডিওয়াইএফ.আই-এর রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষি মুখার্জির নেতৃত্বে সিপিআইএমের ছাত্র-যুব এবং মহিলা সংগঠনের জোরদার আন্দোলন। একাধিক দাবীতে এস.পি অফিস ঘেরাও অভিযান। ডি ওয়াই এফ আই ও এস এফ আই এর মালদার পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাওকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আবাস যোজনা দুর্নীতি ও আর জি করের ঘটনা সহ একাধিক দাবিতে মীনাক্ষী মুখার্জির নেতৃত্বে ইংরেজ বাজারে এলাকার গৌড় এসে রোড। পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও। মিছিল মালদা শহরের রথবাড়ি মোড় থেকে শুরু করে দপ্তরে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাম যুব কর্মী সমর্থকরা। আন্দোলনকারীরা দুটি ব্যারিকেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেও এস পি অফিস ঢোকার প্রায় ৫০০ মিটার আগেই তৈরি বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে তৈরি করা দুর্গ ভাঙতে পারেননি তারা। সেখানেই তাদের আটকে দেওয়া হয়। তার প্রতিবাদে কিছুক্ষণ গৌড় রোড এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপার অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন দেয়।

'বই থাক সাথে'র শারদ সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি সৃষ্টিযাত্রার "বই থাক সাথে" পত্রিকার শারদ সংখ্যা ২০২৪ প্রকাশ ও দুজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিককে সম্মাননা দেওয়া হল কলকাতার আজাদহিন্দ পাঠাগারে। "বই থাক সাথে" পত্রিকার সম্মাননা ২০২৪ পেয়েছেন প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক সুচিত চক্রবর্তী ও শ্রী পার্থ সারথি গায়েন।প্রবীণ- নবীন সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন শ্রী কৌশিক শীল ও মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন শ্রীমতী শেফালী সরকার। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা রাঘবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন হাননান আহসান, সুখেন্দু মজুমদার, স্বপন চক্রবর্তী সুকুমার মন্ডল ,করুণাময় বিশ্বাস, আশিস ভুঁইয়া, সুনীল করণ, সত্যেন্দ্রনাথ নাইয়া, নির্মল করণ, বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও বিধান সাহা।

বক্তব্য রাখেন কবি ও সাহিত্যিক পার্থ সারথি গায়েন , সৃষ্টি যাত্রার প্রতিষ্ঠাতা রাঘবেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় এবং বক্তব্য রাখেন সহ-সম্পাদিকা পাপিয়া বসু। সম্মাননা পাঠ করেন কবি ও বাচিক শিল্পী বুলা ধর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সুকেশ ঘোষ।

আবাসে নাম না থাকায় কাটমানির টাকা ফেরত চাইতে এসে আক্রান্ত

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ঘরের তালিকায় নাম না থাকায় কাটমানির টাকা ফেরত চাইতে এসে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা এবং তার স্বামী ছেলের হাতে আক্রান্ত এক উপভোক্তা। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই উপভোক্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের। যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর এই ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ বিজেপির। সাফাই তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বড়ই এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য।

অভিযোগকারী অনিতা কুমারী সাহার অভিযোগ তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা শকুন্তলা সাহা আবাস প্লাস যোজনায় ঘরের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তার স্বামী দুর্গা প্রসাদ সাহার কাছ থেকে একমাস আগে ৩০ হাজার টাকা কাটমানি নেন। চলতি মাসে ঘরের তালিকাতে দেখতে পান তাদের নাম নেই। এদিন দুর্গাপ্রসাদ সাহা টাকা ফেরত চাইতে গেলে পঞ্চায়েত সদস্যা তার স্বামী এবং ছেলে মিলে চড়াও হয় দুর্গাপ্রসাদ বাবুর উপর।চলে বেধরক মারধর। এমনকি শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। এই মুহূর্তে দুর্গা প্রসাদ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার স্ত্রী হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যার দাবি তিনি একটি বৈঠকে ছিলেন। তিনি কোন টাকা নেননি। এসব বিষয়ে জানেন না। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের প্রত্যেকে এই ভাবে টাকা নিয়ে রেখেছে। প্রশাসন মাইকিং যখন করছে তাহলে এদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করুক। না তো মানুষ গিয়ে বাড়ি ঘেরাও করুক। তৃণমূলের দাবি বিষয়টি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে দল পাশে থাকবে না।

আল-আমীন মিশনের সূর্যপুর ও বারুইপুর ক্যাম্পাসে সিরাতুন্নবী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর

আপনজন: বুধবার আল-আমীন মিশন একাডেমী সূর্যপুর ও আল-আমীন একাডেমি বারুইপুর ক্যাম্পাসে উদযাপিত হয়ে গেল সিরাতুন্নবী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাইরেক্টর অফ দ্য হলি কুরআন রিসার্চ একাডেমীর কর্ণধার মোঃ ইলিয়াস সাহেব, সূর্যপুর মোহাম্মদ আলী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন সাহেব ও বিশিষ্ট মোটিভেশনাল লেকচারার আবেদিন হক আদি।

এদিনের সীরাকুননবী অনুষ্ঠান আল-আমীন মিশন একাডেমীর স্টুডেন্টরা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ইলিয়াস সাহেব কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা তর্জমা সহ ছাত্রদের সার্বিক উন্নয়ন ও কুরআনের আলোকে নিজের জীবন গড়া ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ-এর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদর্শে মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠার কথা বলেন। আবেদিন হক আদি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ পৃথিবী কোন জায়গায় অবস্থান করবে এবং তার জন্য নিজেকে কিভাবে তৈরি করতে এবং কিভাবে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলতে হবে তার উপর ছাত্রদের পরামর্শ দেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একাডেমির শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। একাডেমির সুপারিনটেনডেন্ট শেখ রাজিব হাসান সুচারুভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সর্বশেষে আলহাজ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মন্ডল সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আবাসে ঘর না করলে টাকা ফেরত দিতে হবে, নিদান টাকি পুরসভার

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: আবাসের ঘর নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ টাকি পৌরসভার । পৌর এলাকায় অভিযানে নামলো টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সহ পৌরসভার বিভিন্ন আধিকারিকরা । মূলত আবাসের ঘরের টাকা পেয়েও যারা ঘর করেনি তাদের অবিলম্বে ঘর করতে হবে, না হলে টাকা ফেরত দিতে হবে। কড়া বার্তা পৌরসভার। উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে এমনটাই হুঁশিয়ারি দেন।টাকি পৌরসভার ১৬টি ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে উপভোক্তাদের বাড়িতে গিয়ে কড়া নির্দেশ দিল ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ আছে, ঘরের টাকা নিচ্ছে কিন্তু ঘর করছে না। সেই টাকা অন্য খাতে ব্যয় করছে। যার ফলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন সময়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে টাকি পৌরসভার পক্ষ থেকে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঘর না করলে টাকা ফেরত চাওয়ার নোটিশ জারি করা হবে বলে এমনটাই জানা গিয়েছে। এদিন ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী বলেন,যারা আবাসের ঘরের টাকা পেয়েছে, কিন্তু ঘর করেনি বা ঘরের কিছুটা অংশ করে ফেলে রেখেছে তাদেরকে আমরা ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলাম । এই সময়ের মধ্যে তাদের ঘর করতে হবে আর না হলে টাকা ফেরত দিতে হবে। আর এই দুটোর একটাও যদি না হয় তাহলে আমরা সেই সব উপভোক্তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেব । অন্যদিকে বিরোধীরা এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি, তারা বলেন যারা ঘর পেয়েছে এবং যারা ঘরের টাকা নিয়ে ঘর করেনি এরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক। দেখে দেখে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস করলেই ঘর পাবে না করলে ঘর আপনার দেয়া হবে না। এইতো চলছে, আভাস নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতি ছেড়ে গিয়েছে তৃণমূলের।

বাঘের থাবায় গুরুতর জখম মৎস্যজীবী

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: আবারও সুন্দরবনের গহিন জঙ্গলের নদী খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক মৎস্যজীবি। বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন জখম ওই মৎস্যজীবি। স্থানীয় সুত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের মৎস্যজীবী শুকদেব সাঁপুই গত ২৯ নভেম্বর সঙ্গী মনোরঞ্জন সাঁপুই, বিশ্বজিৎ মন্ডল ও গনেশ মিদ্য কে নিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। ঠাকুরানী নদীর পার্শেমারী জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরার সময় সকলের অলক্ষ্যে সুন্দরবন জঙ্গল থেকে এক বাঘ বেরিয়ে আসে।অতর্কিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাশে থাকা সঙ্গীরা চিৎকার করলে বাঘ ভয় পেয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সঙ্গীরা আক্রান্তকে উদ্ধার করে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন।

রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ ভুড়কুড়ার বাসিন্দাদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বা বাঁকুড়া

আপনজন: সাতসকালেই রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকার রানিবাঁধ ব্লকের রাজাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুড়কুড়া গ্রামের বাসিন্দারা। খাতড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কের উপর ভুড়কুড়া মোড় এলাকায় প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পথ অবরোধ চলার পর পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। তবে তাদের দাবি না মানা হলে আগামী দিনে আরো পথ অবরোধে নামবেন বলে জানিয়েছেন।

জানা যায় রানীবাঁধ ব্লকের রাজাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খাতড়া রানিবাঁধ এস এইচ রোড থেকে বামশিনি গ্রাম পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পে এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে। সেই রাস্তা তৈরির কাজ জোরপূর্বক আটকে দিয়েছে ঐ গ্রামেরই বেশ কয়েকজন বাসিন্দা,তাদের নিজেদের জায়গার উপর রাস্তা তৈরি হচ্ছে এই দাবি করে। তাই দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে ওই রাস্তার কাজ। অথচ আজকের এই পথ অবরোধে অংশ নেওয়া গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন ভুড়কুড়া গ্রামের বাসিন্দারা। বেশ কয়েকবার পঞ্চায়েত উদ্যোগে রাস্তা মেরামতও হয়েছে। তাই অবিলম্বে ওই রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে যে ঢালাই রাস্তা করা হচ্ছে তার শেষ করতে দেওয়া হোক সেই দাবি রেখে আজ এই পথ অবরোধে অংশ নেন। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় রানীবাঁধ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সহ রানিবান থানার পুলিশ আধিকারিকরা এবং তাদেরই আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

দেগঙ্গার স্কুলে মৌলানা আজাদ স্মৃতি সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: দেগঙ্গার আজাদ চাইল্ড অ্যাকাডেমি মৌলানা আজাদ স্মৃতি পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করল ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ও সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ কামরুজ্জামানকে। মঙ্গলবার দেগঙ্গার বুড়িরহাট বাজারে অবস্থিত আজাদ চাইল্ড অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল অ্যাকাডেমির নবম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। একইসঙ্গে আজাদ চাইল্ড অ্যাকাডেমিতে এলাকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা ফিজে স্কুলে পড়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। যেখানে আগামী ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় বাচ্চাদের পাঠদান দেওয়া হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ও সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহম্মদ কামরুজ্জামান সাহেবকে মাওলানা আজাদ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কামরুজ্জামান বলেন প্রতিটি সন্তানকে আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সকলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদিন হক আদি, প্রবীণ সাংবাদিক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মোফাসসের হোসেন, সেখ নিজামউদ্দিন, নিজামউদ্দিন হোসাইনি, ফারুক আহমেদ বিশ্বাস, চাইল্ড অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিক্ষক সাহাবুদ্দিন ফারুক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন অ্যাকাডেমির পক্ষথেকে বর্ষসেরা ছাত্রছাত্রী পুরষ্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা গান ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করে। অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সাহাবুদ্দিন ফারুক বলেন, সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গরীব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মূলস্রতে ফিরিয়ে আনার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।

মাদ্রাসায় বিএসএফের মানব পাচার বিরোধী সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরুপনগর

আপনজন: জামেয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মানব পাচার বিরোধী ইউনিটের সচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচির আয়োজন করে হাকিমপুর ১৪৩ বিএন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানব পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে । এছাড়া, বাল্য বিবাহ ও বিভিন্ন অপরাধ চক্রের ক্ষতিকর প্রভাব এবং সেগুলি প্রতিরোধে সমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

টিন এজাররা যেভাবে স্যোস্যাল মিডিয়ায় অসাধু চক্রের কবলে পড়ে প্রতারিত হচ্ছে, পাচার হচ্ছে তা নিয়ে বিএসএফের অফিসার নির্মল ঘোষ সহ একাধিক অফিসার আলোচনা করেন । এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এই প্রচার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে । অনুষ্ঠানটি সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপরাধ প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে । বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় এই প্রচার কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই এলাকাবাসীর অভিমত । এদিন অনুষ্ঠানে বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোঃ নূরুল আমিন ও সকল শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলাদেশ উপ দূতাবাসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডেপুটেশন

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: বাংলাদেশ ইসকনের অন্যতম পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণাকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে বুধবার কার্তিক মহারাজের নেতৃত্বে বাংলাদেশ উপ হাই কমিশনে ডেপুটেশন জমা দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ শাখা ভারত সেবাশ্রম সংঘের মুর্শিদাবাদের প্রধান কার্তিক মহারাজের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদল পৌঁছায় বাংলাদেশ উপ হাই কমিশন অফিস। ডেপুটি হাইে কমিশনকে ডেপুটেশন জমা দিয়ে এসে সাংবাদিকদের সম্মুখে কার্তিক মহারাজ হুঁশিয়ারি দেন, সাত দিনের মধ্যে চিন্ময় কৃষ্ণা মুক্তি না পেলে বর্ডার ঘেরাও হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ২ তারিখ কোর্টে চিন্ময় কৃষ্ণার হয়ে লড়াই করার জন্য কোনো উকিলকে সুযোগ পর্যন্ত দেইনি, হুমকি দিয়ে দমিয়ে রেখেছে।

গাছের ফুল কুড়ানো নিয়ে বিবাদে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গাছের ফুল কুড়ানোর সময় সামান্য বিষয় নিয়ে গালাগালি ও ঝগড়ার এক পর্যায়ে খুন হয়ে গেলেন ২৬ বছরের তরতাজা এক যুবক।মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চাচন্ড পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালাদিপুর গ্রামে ঘটে গেলো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঝগড়া থেমে যাওয়ার পর নিজ বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার পথে প্রতিবেশীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল সুজয় দাস নামে এক যুবকের। মঙ্গলবার ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয় এলাকায়। রাতেই সুজয় দাসকে খুন কাণ্ডে অপূর্ব দাস নামে প্রতিবেশী এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে জালাদিপুর গ্রামে যান ফরাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন, জঙ্গিপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর স্বরূপ বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে বৃদ্ধা মিলনী দাস বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গাছের ফুল কুড়াতে যান। সেখানেই মৃত সুজয় দাসের মা সুলেখা দাসের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। পরে তা মিটেও যায়। তার কিছুক্ষণ পর সুজয় দাস রাস্তা দিয়ে তেল মিলে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। সেসময় মিলনী দাসের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই সুজয় দাসকে একাকী পেয়ে বৃদ্ধার ছেলে, বউমা, নাতি ও আত্মীয়রা তাকে ধরে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে সুজয়। যদিও পরক্ষণে বিষয়টি মিটমাট করে নেন নিজেরাই। কিন্তু পরবর্তীতে সুজয় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সুতির মহেসাইল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যা নাগাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। রাতেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যায় দেহ জালাদিপুরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে যুবকের দেহ সৎকার করা হবে বলেই জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে যুবককে খুন করার ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক হইচই সৃষ্টি হয়েছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন পরিবার থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরা।

দাওয়াত
الدعوة

- সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মহানবী সা.
- রাসূল সা.-এর অনুপম আদর্শ
- আল্লাহ যাদের জীবন সংকীর্ণ করেন
- ঈমানের উপকারিতা এবং কুফরের ভয়াবহতা

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

মুমিনের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি

শাহাদাত হোসাইন

আমাদের জীবন মরণ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে।জীবন নামের এই কিছু সময়ের সমষ্টি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে জান্নাত লাভের উপকরণ মাত্র। জীবন ত্যাগের জন্য নির্ধারিত, সুখের জন্য নয়। তাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি।আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে এমন আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু। (সূরা বাকারা : ২০৭)। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন; হে নবী আপনি বলুন: আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। (সূরা আনআম : ৬২)। এখানে দ্বীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে প্রথমে সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও দ্বীনের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য সব কাজ ও ইবাদাত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এ সবকিছুই একমাত্র বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত- যার কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় এ কথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তার দাস এবং সর্বদা তার দৃষ্টিতে রয়েছি। সুতরাং আমার সকল কাজ-

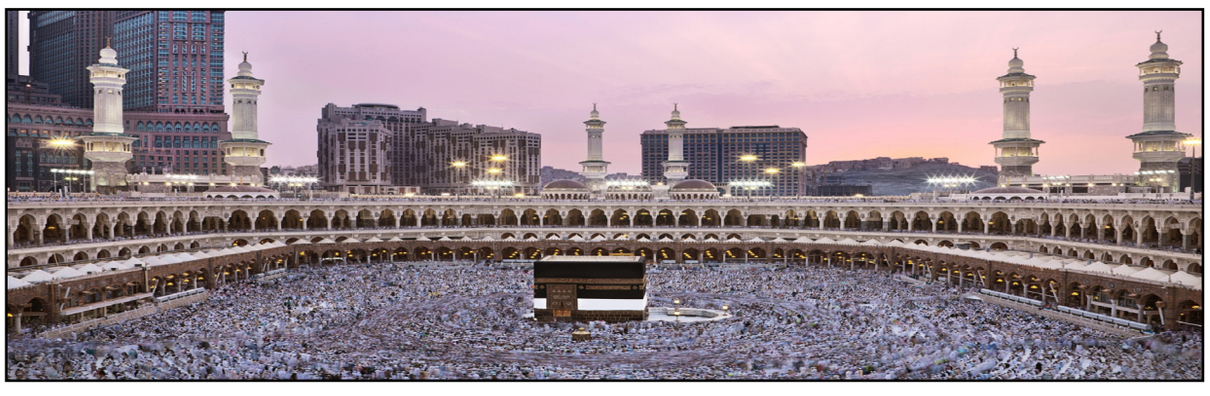

কর্ম,আদান প্রদান সব কিছুই হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য। হযরত আবু উমামা সূরা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাউকে) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসল, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা পোষণ করল, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু দান করল, আর দান থেকে বিরত থাকল তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল। (আবু দাউদ : ৪৬৮১)।

মুমিনের জীবন আল্লাহ জান্নাতের বিনিময় ক্রয় করে নিয়েছেন। তাই মুমিনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। পবিত্র আল-কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ মুমিনের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য র্সম্পকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, সে তো শুধু মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে। অবশ্যই তিনি (তার ওপর) সন্তুষ্ট হবেন। (সুরা লাইল : ২০, ২১)। যে ব্যাক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তার জন্য আখেরাতের সফলতা অবধারিত হয়ে যায়। শুধু আখেরাতের সফলতাই শেষ নয় বরং যে মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য নেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তার আল্লাহর সন্তুষ্টি জাগতিক জীবনও কল্যাণ ও বরকতে ধন্য হয়। আল্লাহ তার চলার পথকে সহজ করে দেন। তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আয়েশা সূরা থেকে বর্ণিত, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে (হলেও) আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে তার সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের ওপরই সোপর্দ করে দেন। (তিরমিজি শরিফ : ৫১৩০)।

মুমিনের দুনিয়াবী সব কার্যকলাপেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশা থাকে। কেননা একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থান সমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়। এটাই মহা সফলতা। (আলে-ইমরান : ১৫)। আমাদের সকলের উচিত দুনিয়াবী প্রতিটি কাজ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মহানবী সা.

ইকবাল হোসেন

মুহাম্মদ সা. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সর্বব্যাপী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে যেন সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে কোনো বৈষম্যের স্থান না হয়, নিজ সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জ্ঞাত করে অন্য সম্প্রদায়ের উপর অন্যায়, জুলুম সংঘটিত না হয় তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে তিনি ঘোষণা করেন, 'যে সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহ্বান করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে সাম্প্রদায়িকতার জন্য লড়াই করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।' (আবু দাউদ, হাদিস-৫১২১)

মুহাম্মদ সা. বিদায় হজের ভাষণে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার।' (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১৩)

রাসূল সা. সাম্প্রদায়িক মানসিকতা লালনকারীকে আগুনের কূপে পতিত উটের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়কে অন্যায়ের ওপর সহযোগিতা করে সে ওই উটের ন্যায়, যে আগুনের গর্তে পড়ে লেজ নাড়ায়।' (আবু দাউদ, হাদিস-৫১১৭)

মানব মর্যাদার ক্ষেত্রে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকেও এক কাতারে স্থান দিয়েছেন মহানবী সা.। তিনি মানুষ হিসেবে মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান কারো মধ্যে কোনো বৈষম্যের অবকাশ রাখেননি। যেমন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা: বলেন, 'আমাদের পার্শ্ব দিয়ে একটি জানাজা যাচ্ছিল। নবী করিম সা. তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম এবং নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো ইহুদির জানাজা। তিনি বললেন, তোমরা যেকোনো জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে।' (সহিহ বুখারি)

আল্লাহ যাদের জীবন সংকীর্ণ করেন

আবদুল মজিদ মোল্লা

ঈমান অর্থ আস্থা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, প্রতিজ্ঞা। ঈমান বলতে একক অদ্বিতীয় আল্লাহকে বিশ্বাস করা বোঝায়। আর কুফর হলো অস্বীকার, অবিশ্বাস ও অমান্যতার নাম। পরিভাষায়, এক আল্লাহয় অবিশ্বাস ও অমান্যতাকে কুফর বলে।

ঈমান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান বানায়। পক্ষান্তরে কুফর মানুষকে হতভাগ্য ও দুর্ভাগা বানায়। ঈমান মানুষকে আলোর পথ দেখায়, আর কুফর মানুষকে অন্ধকারের পথে পরিচালিত করে। ঈমানের শেষ পরিণাম জান্নাত আর কুফরের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম। আমাদের উচিত ঈমানের পথে পরিচালিত হওয়া, কুফরের পথ পরিহার করা। আসুন, কোরআন-হাদিসের আলোকে ঈমানের উপকারিতা এবং কুফরের ভয়াবহতা সম্পর্কে জেনে নিই।

ঈমানের উপকারিতা

ঈমান হলো আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাস করা। তার ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, শেষ দিবস ও ভাগ্যের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস রাখা (মুসলিম, হাদিস : ১)

এগুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং কার্যে পরিণত করা।

যে ব্যক্তি এমনটা করবে সে মুমিন বলে স্বীকৃত হবে। সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ঘোষিত বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে।

পবিত্র ও আনন্দময় জীবন লাভ

ঈমানের কারণে ব্যক্তি দুনিয়ায় পবিত্র ও আনন্দময় জীবন লাভ করবে। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় কলুষমুক্ত, স্বচ্ছ-সফেদ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের উত্তারাধিকারী হবে। আল্লাহ পকিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৯৭)

বেশির ভাগ মুফাসসিরের মতে, আয়াতে 'হায়াতে তাইয়্যিবা' বলতে দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যময় পবিত্র জীবনকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরেফুল কোরআন : ১৪৪৬)

নিজ কর্মে দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্জন

ঈমানের কারণে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। কাজকর্মে অবিচলতা ও অটলতা অর্জন করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভে ধন্য হয়। ঈমানহারা মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন দিশাহারা হয়ে যায়, উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে, ঈমানদাররা তখন আল্লাহ বিশ্বাসের কারণে তাড়না ও হতাশামুক্ত জীবনের তাওফিক পায়। আবার কবরে ফেরেশতাদের প্রশ্নে এবং কিয়ামতের বিভীষিকায়ও আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত থাকবে এবং দৃঢ়তা অর্জন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' (সূরা : ইবরাহিম, আয়াত : ২৭)

দুনিয়ার জীবনে বরকতপ্রাপ্তি

ঈমানের কারণে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে বরকত লাভ করবে, প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। বরকত বলতে শুধু কোনো কিছুর আধিক্য বোঝায় না; বরকত হচ্ছে কোনো কিছু নিয়মিত থাকা। ঈমানের কারণে ব্যক্তি আসমান ও জমিনের বরকত লাভে ধন্য হয়। সঠিক সময়ে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করে আর জমিন থেকে মনঃপূত জিনিস উৎপন্ন হয়। সূরা আরাফের ৯৬ নম্বর আয়াতে এসেছে, 'আর যদি সেই সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'

একমাত্র ঈমানের কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের এই বরকত পেতে পারে।

আল্লাহর নিরাপত্তা লাভে ধন্য হওয়া

আল্লাহর নিরাপত্তাই প্রকৃত নিরাপত্তা। সেই ব্যক্তি ধন্য, যে তা লাভ করবে। ঈমানদাররা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার আজাব, গজব, শাস্তি ও বিভীষিকা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে একমাত্র ঈমানের ওপর অটল থাকার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (সূরা : আনআম, আয়াত : ৮২)

শত্রুদের থেকে হেফাজত থাকবে

ঈমানের কারণে আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক, আর্থিকসহ সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে হেফাজতে রাখবেন। কোরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন।' (সূরা : হাজ, আয়াত : ৩৮)

চিরকাঙ্ক্ষিত জান্নাত অর্জন

ঈমানের চূড়ান্ত পরিণাম হলো, ঈমান ব্যক্তিকে চিরকাঙ্ক্ষিত জান্নাতে প্রবেশ করাবে। যারা ঈমান আনবে, আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাসের সুযোগ করে দেবেন। অনন্তকালের জন্য সুখের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কোরআনে এসেছে, 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের শুভ সংবাদ দিন যে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৫)

কুফরের ভয়াবহতা

কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায় আল্লাহ, তার রাসূল ও ঈমানের অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বাসের অবিদ্যমানতা। কুফর ব্যক্তিকে আল্লাহর অবাধ্য বানায় এবং জাহান্নামের উপযুক্ত করে। কোরআনে এসেছে, 'তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে।' (সূরা : ইউনুস, আয়াত : ৪৫)

সংকীর্ণ জীবনের অধিকারী হওয়া : মনুষ্যজীবনে কুফর এমন এক অভিশাপের নাম, যার কারণে আল্লাহ ব্যক্তির জীবন সংকীর্ণ করে দেন। দুনিয়াবি আসবাব আর ধন-সম্পদ পরিপূর্ণ থাকার পরও মনে হবে, যেন কিছুই নেই। মনের স্বস্তি ও শান্তি উবে যাবে। কোনো কিছুতেই মন ভরবে না। চারদিক থেকে সংকীর্ণতা জেঁকে বসবে। আল্লাহ বলেছেন, 'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত আর আমরা তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।' (সূরা : ত্বহা, আয়াত : ১২৪)

সংঘাতময় অশান্ত পৃথিবী : কুফর এমন একটি খারাপ কর্ম, যার কারণে মানুষ নিজ স্রষ্টাকে অস্বীকার করে। তার ওপর এমন কিছু অপবাদ আরোপ করে, যা তার সত্তার সঙ্গে যায় না। তখন আল্লাহর গোসসা ও ক্রোধ এতটাই বেড়ে যায় যে আসমান-জমিন ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়। তবে আল্লাহ তার অনুগ্রহে পৃথিবীকে শান্ত রাখেন। কোরআনে এসেছে, 'আর তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ, যাতে আসমানসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, আর জমিন খণ্ডবিখণ্ড এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।' (সূরা : মারইয়াম, আয়াত : ৮৮-৯০)

কুফর ব্যক্তিকে দয়ামায়াবঞ্চিত করে : পৃথিবীকে সংঘাতময়, বসবাসের অনপুযোগী করার দায়ভার একমাত্র কুফরের। আল্লাহর ওপর অবিশ্বাসীরাই দুনিয়াকে অশান্ত করার পেছনে একমাত্র দায়ী। তাই কাফেরের প্রতি দুনিয়ার কোনো সৃষ্টজীবের মায়া থাকে না। তাদের কষ্টে ও ধ্বংসে কেউ ব্যথিত হয় না। কাঁদে না। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হয়নি।' (সূরা : দুখান, আয়াত : ২৯)

আল্লাহর ঘৃণা ও আজাবের উপযুক্ত করে : কুফর ব্যক্তিকে আল্লাহর ঘৃণা ও আজাব-গজবের উপযুক্ত করে। দুনিয়ায় যত জাতি ধ্বংস হয়েছে, তারা নিজেদের পাপ ও কুফরির কারণে ধ্বংস হয়েছে। পরকালে যারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, তারাও কুফরের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হবে। দুনিয়ায় বালা-মুসিবত নাজিলের কারণ মানুষের কুফরি। আল্লাহ বলেন, 'যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে, তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে আল্লাহ তাদের ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা তাদের ওপর আসবে না শাস্তি এমনভাবে যে তারা উপলব্ধিও করবে না। অথবা চলাফেরাকালে তিনি তাদের পাকরাও করবেন না? আর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৪৫,৪৬)

অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি করে : কিয়ামতের সফলতা প্রকৃত সফলতা, আর সেদিনের ব্যর্থতা প্রকৃত ব্যর্থতা। কুফর ব্যক্তিকে সেদিন অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি করে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের মাধ্যমে চূড়ান্ত ব্যর্থ করে। আল্লাহ বলেন, 'আর যাদের নেকির পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই সব লোক, যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করত।' (সূরা : আরাফ, আয়াত : ৯)

কুফরের চূড়ান্ত পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম : কুফর কাফেরকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, যা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় তাদের থাকবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'আর আপনি যদি সেই অবস্থা দেখতেন, যখন ফেরেশতারা তাদের রুহ কবজ করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেন।' (সূরা : আনফাল, আয়াত : ৫০)

'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া' কখন পড়ব

ফেরদৌস ফয়সাল

রাসূল সা.-এর সময়ের ঘটনা। একজন যুবক ছিলেন স্বাস্থ্যবান। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তাঁকে দেখলে মনে হতো, যেকোনো সময় মারা যাবেন।

খবর পেয়ে রাসূল সা. তাঁকে দেখতে এলেন। রাসূলও তাঁকে দেখে অবাক। জানতে চাইলেন, তোমার তো এমন হওয়ার কথা নয়। কী করে এ অবস্থা হলো? তুমি কি আল্লাহর কাছে বিশেষ কোনো দোয়া করেছ?

যুবক বলল, আপনি ঠিকই ধরেছেন, 'আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, হে আল্লাহ! আমার আখিরাতের প্রাপ্য সব শাস্তি দুনিয়াতে যেন পাই। আখিরাতে যেন কোনো কষ্ট না পাই।'

রাসূল সা. বললেন, 'তুমি এ কেমন ধরনের দোয়া করেছ? তোমার এই দোয়া করা ঠিক হয়নি। কারণ, আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ায় ভোগ করার সাধ্য কোনো মানুষের নেই। তুমি কেন সহজ দোয়া করছ না?' এই বলে রাসূল সা. দোয়া তাঁকে শিখিয়ে দিলেন, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাওঁ, ওয়াকিনা আজাবান্নার।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১)

এর অর্থ: 'আর তাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।'

আরেকটি ঘটনা। সাহাবি আনাস ইবনে মালিক সূরা তখন বৃদ্ধ, চলতে-ফিরতে অক্ষম। তাঁর কাছে বসরা থেকে একদল লোক এসে বলল, 'হে আনাস সূরা, আপনি রাসূল সা.-কে দেখেছেন। আপনার মতো সৌভাগ্যবান মানুষের কাছ থেকে শুধু দোয়া নিতে আমরা বসরা থেকে এসেছি। আমাদের জন্য দোয়া করুন।' তখন আনাস সূরা তাঁদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া' পড়ে দোয়া করলেন। বসরার লোকেরা বলল, আরও কিছু দোয়া করুন। আনাস সূরা আবারও এই দোয়া করলেন। আনাস সূরা কয়েকবার এ দোয়াই করলেন। আনাস সূরা তাঁদের বললেন, 'আমি শ্রেষ্ঠতম দোয়াটিই করেছি। যদি এই একটি দোয়া কবুল হয়, তবে তোমাদের অন্য যা কিছু প্রয়োজন, সবই এর বরকতে পূরণ হয়ে যাবে।'

এই দোয়া শুরু হয়েছে রাব্বানা দিয়ে। দোয়ায় তিনটি অংশ আছে– ১. দুনিয়ার কল্যাণ ২. আখিরাতের কল্যাণ এবং ৩. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি।

মহান আল্লাহর থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় থাকতে হবে, আবার তিনি আমাদের চাওয়াগুলো কবুল করবেন, এই আশাবাদ থাকতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করতে হবে, জান্নাত পাওয়ার আশা করতে হবে, ঠিক তেমনি জাহান্নামের আগুনের ভয়েও সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই দোয়ায় আছে। তাই এ দোয়া এত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ।

যে কাজ সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে

ফয়সাল

সুরা হুজুরাত পবিত্র কুরআনের ৪৯তম সুরা। হুজুরাত মানে অন্দরমহল। সুরাটি মদিনায় অবতীর্ণ। এর ২ রুকু, ১৮ আয়াত। এই সুরার তিন অংশ: ১. রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসীদের ব্যবহার, ২. মুমিনদের বৈশিষ্ট্য, এবং ৩. আল্লাহর রাসূল সা.-কে প্রকৃত মর্যাদা প্রদান।

সুরাটির প্রথম অংশে রাসূলের প্রতি মুমিনদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং না করলে তার দুর্ভাগ্যজনক পরিণামের বর্ণনা করা হয়েছে। আবার রাসূলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণের সুফলের বর্ণনাও এতে করা হয়েছে।

সুরার দ্বিতীয় অংশে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং অন্য মুমিন ও মানুষের সঙ্গে মুমিনদের আচরণ, আর তা না করার পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে এসে সুরাটি পরিণতিতে পৌঁছেছে। আল্লাহর রাসূল সা.-কে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে আর তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুমিনদের নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কারের কথা এসেছে। সুরাটি শেষ হয়েছে আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ করে।

এই সুরায় অসত্য, মিথ্যা, সন্দেহ উদ্রেককারী, গুজব বা শত্রুতার সৃষ্টি হয়–এমন কিছুর প্রচার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সংবাদ যাচাই না করে গুজব ছড়ানো ভয়াবহ পাপ। আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুসলমানরা, যদি কোনো পাপাচারী লোক কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তা যাচাই করে দেখবে যেন অজ্ঞতাবশত কোনো জাতির ওপর আক্রমণ করা না হয়। এমন কাজ করলে তোমাদের নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুতাপ করতে হবে।' (সুরা হুজুরাত, আয়াত: ৬)

রাসূল সা.-ও বলেছেন, 'সব শোনা কথা (যাচাই-বাছাই করা ছাড়া) বলা কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯২)

আল্লাহ সুরা হুজুরাতে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে বা সমাজ-জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন: ১. উপহাস করা, ২. খোঁটা দেওয়া, ৩. মন্দ নামে ডাকা, ৪. অনুমান করা, ৫. দোষ অনুসন্ধান, ও ৬. কুৎসা করা।

রাসূল সা.-এর অনুপম আদর্শ

আসাদুজ্জামান আসাদ

সারা পৃথিবী অন্ধকার। অশান্তির করাল গ্রাসে দুনিয়া অতিষ্ঠ। শান্তির অভাবে ব্যক্তি পারিবারিক, সমাজ, সভ্যতা, অর্থব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন বিপদগ্রস্ত। আঁধার ঘেরা সমাজে মারামারি, কাটাকাটি, চুরি-ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার, সন্ত্রাস, দখলদারিসহ নিত্যদিনে ঘটছে নতুন ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা সমাজে বিরাজ মান অশান্তি দূর করার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী ও রাসূলগণ মানুষকে সত্য পথে পরিচালনার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'আল্লাহই হচ্ছেন আসমানগুলো ও জমিনের তাবত নূর বা জ্যোতির উৎস ও আধার।' আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হজরত রাসূল সা. মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও শেষ নবী। সারা বিশ্ববাসীর জন্য রহমাতুল্লিল আলামিন। ইরশাদ হচ্ছে- 'হে নবী! আমি আপনাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া-১০৭) মহান আল্লাহ আরো বলেন- 'হে নবী! আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা সতর্ককারী, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও প্রদীপ্ত প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আহজাব : ৪৫-৪৬) বিশ্ব নবী সা. ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়ত লাভের পর দীর্ঘ ২৩ বছরের জীবনে যথাযথভাবে দ্বীনের কাজ করে গেছেন। দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে মানব জাতিকে আঁধার রাত থেকে আলোর পথে উদ্ভাসিত করে তোলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।' (সূরা সিনা-১৭৪) পবিত্র কুরআনের বাণী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, নূর বা জ্যোতির আবিভাবের পূর্ব কাল হচ্ছে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ। বিশ্ব নবী সা. বলেন, 'আমার নূর হচ্ছে,আমার হিদায়াত'। অন্ধকার যুগ মানে হিদায়াতশূন্য যুগ। আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে উদ্দেশ করে ঘোষণা করেন- 'তিনি আপনাকে পেলেন দিশেহারা, তার পর তিনি পথের দিশা বলে দিলেন এবং আপনাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসলেন।' (সূরা দোহা) জাহিলিয়াত শব্দটি অর্থ হচ্ছে- মূর্খতা, অজ্ঞতা। জাহিলিয়াত যুগটি ছিল মূর্খতা, অজ্ঞতার যুগ। সে সমাজে জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিকসহ আল্লাহপ্রেমিক মানুষের অভাব ছিল না। আবার জাতিগতভাবে অনেক প্রশংসার দাবিদার ব্যক্তি ছিল। আল কুরআনের চার স্থানে জাহিলিয়া শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে- 'তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, জাহিলিয়া যুগের ধারণার মতো।' (সূরা ইমরান-১৫৪) 'তারা কি জাহিলিয়াত যুগের বিধিবিধান কামনা করে, অথচ আল্লাহর থেকে সুন্দর বিধানদাতা আর কে হতে পারবে।' (সূরা মায়িদা-৫০) ('হে নবীপতীগণ) তোমরা তোমাদের স্বগৃহগুলোয় অবস্থান করবে এবং পূর্বেকার জাহিলিয়া যুগের মতো করে নিজেদের (রূপ) প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' (সূরা আহজাব-৩৩) 'কাফিররা যখন তাদের অন্তরে জাহিলিয়াতের অহমিকা জমিয়ে নেয় তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর তার পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান করেন এবং তিনি তাদেরকে তাকওয়ার ওপর বদ্ধমূল করে দেন। আর তারা এর অধিকতর হকদার ও যোগ্যতার পাত্র ছিল। আল্লাহ তায়ালা সর্ব ব্যাপারে সম্যক অবগত।' (সূরা ফাতাহ-২৬) আল্লাহর বাণী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, জাহিলিয়া শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে নয়, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ চারটি আয়াত দ্বারা, চার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যথা- ক. জাহিলিয়াতের ধ্যান-ধারণা; খ. জাহিলিয়াতের বিধিবিধান; গ. জাহিলিয়াসুলভ প্রদর্শনেচ্ছা বা রূপের বড়াই; ঘ. জাহিলিয়াতে গোঁড়ামি ও ঔদ্ধত্য। সুতরাং আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমাদের জীবনযাপন করতে হবে। আল্লাহর ও রাসূলের প্রেমে জীবনযাপন করার জন্য সবাইকে রাসূল সা.-এর অনুপম আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হবে। জাহিলি যুগে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। সে সময় ভাষা, কাব্য, বাগ্মিতা, বংশ লতিকা জ্ঞান, জনশ্রুতি, প্রবাদবাক্য ও লোককাহিনী ছিল উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাবিদ্যা, পশুচিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, চরিত্র, বিনয়, নম্রতা, জ্ঞান আহরণকারী, বায়ুপ্রবাহের দিক নির্ণয় জ্ঞান এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জ্ঞানগুলো আরব দেশে বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছিল কাব্যচর্চার ব্যাপক প্রচলন। সেই যুগে মেহমানদারি করা বিশেষ সম্মানের কাজ ছিল। গোত্রপ্রধানের আনুগত্য বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল। অনেক সময় আবার গোত্রপ্রধানকে নতি স্বীকার করতে হতো। জাহিলি যুগে তাদের দানশীলতা, পরোপকারিতা, উদারতা, অতিথিপরায়ণতা ছিল প্রবাদতুল্য। আল্লাহ বলেন- 'আল্লাহ মোমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার রশি থেকে নূর বা আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন, আর যারা কাফির তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত খোদাবিরোধী বাতিল শক্তিগুলো, তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকেই বের করে আনে।' (সূরা বাকারা-২৫৭) মোটকথা, যে ব্যক্তি ইসলামী নূরের আলো পেয়েছে, সেই ঈমানদার। আর যে পূর্ববতী জাহিলিয়াতকে আঁকড়ে ধরেছে সেই কাফির। বিশ্বনবী সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব বা প্রভুরূপে পেয়েছে ইসলামকে দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থারূপে পেয়েছে এবং মুহাম্মদ সা.-কে নবী ও রাসূলরূপে পেয়ে তুষ্ট, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে।' বিশ্বনবী সা. জাহিলি যুগে কুরাইশ, অ-কুরাইশ, আরব-অনারব ও সাদা-কালোর পার্থক্য দূর করেন। হজরত রাসূল সা. ঘোষণা করেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভু এক অভিন্ন, তোমাদের পিতা এক অভিন্ন। ওহে! জেনে রেখো কোনো আরবের কোনো অনারবের ওপর প্রধান্য নেই, কোনো কালোর কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর প্রধান্য নেই, তবে তাকওয়ার মাধ্যমে তা হতে পারে।' জাহিলি সমাজে নারীদের কোনো সম্মান বা মর্যাদা ছিল না। নারী ছিল উপেক্ষিত। ইসলাম দিয়েছে নারীর সম্মান ও মর্র্যদা। দিয়েছে পূর্ণ অধিকার ও মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত। ইরশাদ হচ্ছে- 'তাদের যেমন কর্তব্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাদের অধিকারও।' আল্লাহ তায়ালা পুরুষ জাতিকে বলেন- 'নারীদের সাথে সঙ্গতভাবে সদাচারের মাধ্যমে জীবন যাত্রা করবে।' বিশ্বনবী সা. বলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত'। বিশ্বনবী সা.-এর আগমনের আগে সারা বিশ মানুষ, মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলাম তাদের স্বাধীনতার পথগুলো সুগম করে দিয়েছে। বিদায় হজের ভাষণে বিশ্বনবী সা. বলেন, 'তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তা পরতে দেবে।' ইসলামের পূর্বে রাজা-বাদশাহরা রাজ্য পরিচালনা করত। প্রজাকুলের মালিক-মুখতার বলে ধারণা করা হতো। ইরশাদ হচ্ছে- 'আসমান জমিন সব কিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ।' (সূরা বাকারা-২৮৪) আল্লাহ আরো শিখিয়ে দিলেন- 'বলো, হে আল্লাহ! তুমিই সব রাজত্বের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছে রাজ্য দান করো, যার থেকে ইচ্ছা তুমি রাজ্য কেড়ে নাও।' (সূরা ইমরান) বিশ্বনবী সা. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা জাহিলিয়াতের যুগে উত্তম ছিল, ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম।'

বিশ্বনবী সা. ছিলেন অপূর্ব সুন্দর চেহারার অনুপম ব্যক্তিত্ব। সমানুপাতিক চমৎকারিত্বে তার অঙ্গ সৌষ্ঠব ছিল অপরূপ। তিনি ছিলেন পরশপাথর। কোথাও দাঁড়ালে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নির্দশন চোখের সামনে ভেসে উঠত। মহানবীর চরিত্র ছিল 'আল কুরআন'। মহান আল্লাহ বলেন- 'হে নবী! আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর নিকট আহ্বানকারী প্রদীপ্ত প্রদীপ রূপে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আহজাব : ৪৫-৪৬) সে হিসেবে বিশ্বনবী সা.-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা আমাদের সবার উচিত। আমরা তাঁর আদর্শে যেন জীবন পরিচালিত করতে পারি। আসুন বিশ্বনবী সা.-এর আদর্শ ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রজীবন যথাযথভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করি। রাসূল সা.-এর অনুপম চরিত্রে জীবন গড়ি। তবেই অন্ধকার সমাজে, আলোর প্রদীপ জ্বলে উঠবে।

ঈমানের উপকারিতা এবং কুফরের ভয়াবহতা

শাহাদাত হোসাইন

ঈমান অর্থ আস্থা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, প্রতিজ্ঞা। ঈমান বলতে একক অদ্বিতীয় আল্লাহকে বিশ্বাস করা বোঝায়। আর কুফর হলো অস্বীকার, অবিশ্বাস ও অমান্যতার নাম। পরিভাষায়, এক আল্লাহয় অবিশ্বাস ও অমান্যতাকে কুফর বলে।

ঈমান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে সৌভাগ্যবান বানায়। পক্ষান্তরে কুফর মানুষকে হতভাগ্য ও দুর্ভাগা বানায়। ঈমান মানুষকে আলোর পথ দেখায়, আর কুফর মানুষকে অন্ধকারের পথে পরিচালিত করে। ঈমানের শেষ পরিণাম জান্নাত আর কুফরের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম। আমাদের উচিত ঈমানের পথে পরিচালিত হওয়া, কুফরের পথ পরিহার করা। আসুন, কোরআন-হাদিসের আলোকে ঈমানের উপকারিতা এবং কুফরের ভয়াবহতা সম্পর্কে জেনে নিই।

ঈমানের উপকারিতা

ঈমান হলো আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাস করা। তার ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, শেষ দিবস ও ভাগ্যের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস রাখা (মুসলিম, হাদিস : ১)

এগুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং কার্যে পরিণত করা। যে ব্যক্তি এমনটা করবে সে মুমিন বলে স্বীকৃত হবে। সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ঘোষিত বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে।

পবিত্র ও আনন্দময় জীবন লাভ : ঈমানের কারণে ব্যক্তি দুনিয়ায় পবিত্র ও আনরা.ন্দময় জীবন লাভ করবে। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় কলুষমুক্ত, স্বচ্ছ-সফেদ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের উত্তারাধিকারী হবে। আল্লাহ পকিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৯৭)

বেশির ভাগ মুফাসসিরের মতে, আয়াতে 'হায়াতে তাইয়্যিবা' বলতে দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যময় পবিত্র জীবনকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরেফুল কোরআন : ১৪৪৬)

নিজ কর্মে দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্জন : ঈমানের কারণে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। কাজকর্মে অবিচলতা ও অটলতা অর্জন করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভে ধন্য হয়। ঈমানহারা মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন দিশাহারা হয়ে যায়, উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে, ঈমানদাররা তখন আল্লাহ বিশ্বাসের কারণে তাড়না ও হতাশামুক্ত জীবনের তাওফিক পায়। আবার কবরে ফেরেশতাদের প্রশ্নে এবং কিয়ামতের বিভীষিকায়ও আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত থাকবে এবং দৃঢ়তা অর্জন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' (সূরা : ইবরাহিম, আয়াত : ২৭)

দুনিয়ার জীবনে বরকতপ্রাপ্তি : ঈমানের কারণে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে বরকত লাভ করবে, প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। বরকত বলতে শুধু কোনো কিছুর আধিক্য বোঝায় না; বরকত হচ্ছে কোনো কিছু নিয়মিত থাকা। ঈমানের কারণে ব্যক্তি আসমান ও জমিনের বরকত লাভে ধন্য হয়। সঠিক সময়ে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করে আর জমিন থেকে মনঃপূত জিনিস উৎপন্ন হয়। সূরা আরাফের ৯৬ নম্বর আয়াতে এসেছে, 'আর যদি সেই সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।' একমাত্র ঈমানের কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের এই বরকত পেতে পারে।

আল্লাহর নিরাপত্তা লাভে ধন্য হওয়া : আল্লাহর নিরাপত্তাই প্রকৃত

নিরাপত্তা। সেই ব্যক্তি ধন্য, যে তা লাভ করবে। ঈমানদাররা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার আজাব, গজব, শাস্তি ও বিভীষিকা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে একমাত্র ঈমানের ওপর অটল থাকার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'(সূরা : আনআম, আয়াত : ৮২)

শত্রুদের থেকে হেফাজত থাকবে : ঈমানের কারণে আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক, আর্থিকসহ সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে হেফাজতে রাখবেন। কোরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন।' (সূরা : হাজ, আয়াত : ৩৮)

চিরকাঙ্ক্ষিত জান্নাত অর্জন : ঈমানের চূড়ান্ত পরিণাম হলো, ঈমান ব্যক্তিকে চিরকাঙ্ক্ষিত জান্নাতে প্রবেশ করাবে। যারা ঈমান আনবে, আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাসের সুযোগ করে দেবেন। অনন্তকালের জন্য সুখের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কোরআনে এসেছে, 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের শুভ সংবাদ দিন যে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।'(সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৫)

কুফরের ভয়াবহতা

কুফর অর্থ অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায় আল্লাহ, তার রাসূল ও ঈমানের অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বাসের অবিদ্যমানতা। কুফর ব্যক্তিকে আল্লাহর অবাধ্য বানায় এবং জাহান্নামের উপযুক্ত করে। কোরআনে এসেছে, 'তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে।' (সূরা : ইউনুস, আয়াত : ৪৫)

সংকীর্ণ জীবনের অধিকারী হওয়া : মনুষ্যজীবনে কুফর এমন এক অভিশাপের নাম, যার কারণে আল্লাহ ব্যক্তির জীবন সংকীর্ণ করে দেন। দুনিয়াবি আসবাব আর ধন-সম্পদ পরিপূর্ণ থাকার পরও মনে হবে, যেন কিছুই নেই। মনের স্বস্তি ও শান্তি উবে যাবে। কোনো কিছুতেই মন ভরবে না। চারদিক থেকে সংকীর্ণতা জেঁকে বসবে। আল্লাহ বলেছেন, 'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত আর আমরা তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।'(সূরা : ত্বহা, আয়াত : ১২৪)

সংঘাতময় অশান্ত পৃথিবী : কুফর এমন একটি খারাপ কর্ম, যার কারণে মানুষ নিজ স্রষ্টাকে অস্বীকার করে। তার ওপর এমন কিছু অপবাদ আরোপ করে, যা তার সত্তার সঙ্গে যায় না। তখন আল্লাহর গোসসা ও ক্রোধ এতটাই বেড়ে যায় যে আসমান-জমিন ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়। তবে আল্লাহ তার অনুগ্রহে পৃথিবীকে শান্ত রাখেন। কোরআনে এসেছে, 'আর তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ, যাতে আসমানসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, আর জমিন খণ্ডবিখণ্ড এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।'(সূরা : মারইয়াম, আয়াত : ৮৮-৯০)

কুফর ব্যক্তিকে দয়ামায়াবঞ্চিত করে : পৃথিবীকে সংঘাতময়, বসবাসের অনপুযোগী করার দায়ভার একমাত্র কুফরের। আল্লাহর ওপর অবিশ্বাসীরাই দুনিয়াকে অশান্ত করার পেছনে একমাত্র দায়ী। তাই কাফেরের প্রতি দুনিয়ার কোনো সৃষ্টজীবের মায়া থাকে না। তাদের কষ্টে ও ধ্বংসে কেউ ব্যথিত হয় না। কাঁদে না। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হয়নি।'(সূরা : দুখান, আয়াত : ২৯)

আল্লাহর ঘৃণা ও আজাবের উপযুক্ত করে : কুফর ব্যক্তিকে আল্লাহর ঘৃণা ও আজাব-গজবের উপযুক্ত করে। দুনিয়ায় যত জাতি ধ্বংস হয়েছে, তারা নিজেদের পাপ ও কুফরির কারণে ধ্বংস হয়েছে। পরকালে যারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, তারাও কুফরের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হবে। দুনিয়ায় বালা-মুসিবত নাজিলের কারণ মানুষের কুফরি। আল্লাহ বলেন, 'যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে, তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে আল্লাহ তাদের ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা তাদের ওপর আসবে না শাস্তি এমনভাবে যে তারা উপলব্ধিও করবে না। অথবা চলাফেরাকালে তিনি তাদের পাকরাও করবেন না? আর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।' (সূরা : নাহল, আয়াত : ৪৫,৪৬)

অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি করে : কিয়ামতের সফলতা প্রকৃত সফলতা, আর সেদিনের ব্যর্থতা প্রকৃত ব্যর্থতা। কুফর ব্যক্তিকে সেদিন অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি করে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের মাধ্যমে চূড়ান্ত ব্যর্থ করে। আল্লাহ বলেন, 'আর যাদের নেকির পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই সব লোক, যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করত।'(সূরা : আরাফ, আয়াত : ৯)

কুফরের চূড়ান্ত পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম : কুফর কাফেরকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, যা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় তাদের থাকবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'আর আপনি যদি সেই অবস্থা দেখতেন, যখন ফেরেশতারা তাদের রুহ কবজ করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেন।' (সূরা : আনফাল, আয়াত : ৫০)

পরকালে যারা আরশের ছায়া পাবে

ফয়জুল্লাহ রিয়াদ

কিয়ামতের দিনটি অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ংকর দিন হবে। সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে এবং এর তাপ মানুষের ওপর তীব্রভাবে প্রভাব ফেলবে। তবে রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের এমন কিছু মানুষ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন, যাদের আল্লাহ তায়ালা সেদিন আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আবু হুরায়রা সূরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভেতর গড়ে উঠেছে। ৩. যার অন্তরের সম্পর্ক সব সময় মসজিদের সঙ্গে থাকে। ৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে দুই ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্র হয় সে মহব্বতের ওপর, পৃথকও হয় সে মহব্বতের ওপর।

৫. এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (জিনার জন্য) আহ্বান জানিয়েছে, তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদকা করে যে তার ডান হাত যা দান করেছে বাঁ হাত তা জানতে পারে না। ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে এবং আল্লাহভীতির কারণে তার চোখ হতে অশ্রু ঝরে।'(সহিহ বুখারি, হাদিস ১৪২৩)

এই মহামূল্যবান হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. তার উম্মতের এমন সাত শ্রেণির লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা সেদিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে।

এখানে ছায়া বলতে আরশের ছায়া বোঝানো হয়েছে, যেমনটি অন্যান্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এই সাত ব্যক্তির মধ্যে প্রথমজন হলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক, যিনি জনগণের অধিকার রক্ষা করেন। তাদের কল্যাণের প্রতি যত্নশীল থাকেন। আল্লাহর শরিয়ত মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এখানে শাসক বলতে প্রতিজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রত্যেকের জন্য আপন গণ্ডিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি পরিবারের প্রধান, সে পরিবারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। সমাজপতি হলে সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। এভাবে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী তারা কিয়ামত দিবসে আরশের ছায়া পাবে। যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূরা থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। নেতা তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীল, পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্বশীল। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২০০)

তৃতীয়জন হলেন ওই ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। যিনি মসজিদকে ভালোবাসেন। সেখানে বারবার আসেন। নিয়মিত জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। এক নামাজ শেষে পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করেন।

চতুর্থ হলেন এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা কেবল আল্লাহর জন্য। এখানে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কখনো একত্র ও বিচ্ছিন্ন হন।

পঞ্চমজন হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী ও মর্যাদাশালী নারী কুপ্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ষষ্ঠজন হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি অত্যন্ত গোপনে দান করেন, এমনকি তার বাঁ হাত জানে না তার ডান হাত কী দান করেছে।

সপ্তমজন হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং আল্লাহর ভয়ে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়।

এই সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থেকে, নিজ নিজ কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের এই মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। হাদিসে এই সাতটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হলেও আরো কিছু শ্রেণি আছে, যাদের সম্পর্কে অন্যান্য হাদিসে আল্লাহর ছায়া পাওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের আরশের ছায়ায় আশ্রয়দান করুন।

মায়োর্কাকে উড়িয়ে বার্সেলোনার গোল উৎসব

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় শেষ তিন ম্যাচে এক ড্র ও দুই হার। মৌসুমের শুরুতে উড়তে থাকা বার্সেলোনা যেন নিজেদের হারিয়ে খুঁজছিল। তবে জয়ে ফিরতে মরিয়া থাকা হান্সি ফ্লিকের দল অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জিতেছে। এ জয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান আপাতত সুসংহত থাকল দলটির। মায়োর্কার মাঠে মঙ্গলবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। জোড়া গোল করেন রাফিনিয়া এবং একটি করে গোল করেন ফেরান তোরেস, ডি ইয়ং এবং পাও ভিক্তর। জয়ে ফেরার লক্ষ্যে মায়োর্কার মাঠে শুরুর দিকে ফেরান তোরেস সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধেই শেষ দিকে সমতা ফেরান মারিকি। ১২ তম মিনিটে দানি ওলমোর পায়ে লেগে যাওয়া বল বক্সের ভেতর ক্লিয়ারের চেষ্টায় সতীর্থের পায়ে মারেন মায়োর্কার এক ডিফেন্ডার। আলগা বলে শট নেন ফেরান, গোলরক্ষকের পায়ে লেগে জালে জড়ায় বল। ৪৩তম মিনিটে সমতা ফেরে মায়োর্কা। ফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে বল ধরে বক্সে ঢুকে অন্য পাশে পাস দেন পাবলো মাফিও, ফাঁকা জালে বল পাঠান মারিকি। সমতায় থেকে বিরতিতে যায় দুই দল। ৫৬ মিনিটে আবারও এগিয়ে যায় বার্সা। ইয়ামালকে বক্সে মায়োর্কার এক ডিফেন্ডার ফেলে দিলে পেনাল্টি দেয় রেফারি। সফল স্পট-কিকে দলকে এগিয়ে নেন রাফিনিয়া। ৭৪তম মিনিটে ইয়ামালের চমৎকার পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান ব্রাজিলিয়ান তারকা। বদলি নামার সাত মিনিট পরই ৭৯ মিনিটে জালের দেখা পান ডি ইয়ংও। বক্সে মায়োর্কার এক ডিফেন্ডার বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হওয়ার পর ছুটে গিয়ে জালে পাঠান ডাচ মিডফিল্ডার। ৮৪তম মিনিটে দলের পরের গোলেও অবদান রাখেন তিনি। তার কাট-ব্যাক পেয়ে কাছ থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন ৭৩তম মিনিটে ফেরানের বদলি নামা ভিক্তর। ৫-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা। ১৬ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৩৭। ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ।

আর মাত্র ২৩ রান দরকার! প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনন্য রেকর্ড গড়বেন কোহলি

আপনজন ডেস্ক: বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। শুক্রবার, অ্যাডিলেডে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট। চলতি সিরিজের পিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচ এটি। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে ভারত। সবথেকে বড় বিষয় হল যে, অধিনায়ক রোহিত শর্মা দলে ফিরেছেন। চোট সারিয়ে ফিরে আসা শুভমান গিলও প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে পারেন। পার্থে শতরান করে বিরাট কোহলি দুর্ধর্ষ ফর্মে রয়েছেন। এরই মধ্যে আরও একটি রেকর্ড কোহলির জন্য অপেক্ষা করে আছে। পিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচে এখন পর্যন্ত ২৭৭ রান করেছেন কোহলি।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও তিনিই। আসন্ন ম্যাচে তিনি ২৩ রান করলেই দিন-রাত্রির টেস্টে ৩০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করবেন কোহলি।

পিঙ্ক বল টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা
বিরাট কোহলি - ২৭৭
রোহিত শর্মা - ১৭৩
শ্রেয়স আইয়ার ১৫৫

অ্যাডিলেডে, টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক সফরকারী ব্যাটসম্যান হওয়ার সুযোগও রয়েছে কোহলির। ব্রায়ান লারার রেকর্ড ভেঙে ফেলতে কোহলির আরও ১০২ রান দরকার। ৬১১ রান করেছেন লারা। ৪৪ রান করলেই কোহলি ভিভিয়ান রিচার্ডসকে (৫৫২) ছাড়িয়ে যাবেন।

অ্যাডিলেডে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ব্যাটসম্যানরা
ব্রায়ান লারা- ৬১০
স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস- ৫৫২
বিরাট কোহলি- ৫০৯
ওয়ালি হ্যামন্ড-৪৮২
লিওনার্ড হাটন- ৪৫৬

পয়েন্ট মাত্র ৫! পরপর ম্যাচ হেরে বেশ চাপে মহামেডানের কোচ চেরনিশভ

আপনজন ডেস্ক: গোটা দলের সংগ্রহে মাত্র ৫ পয়েন্ট। লিগ টেবিলে ইস্টবেঙ্গলের থেকে একটু আগে দ্বাদশ স্থানে রয়েছে তারা। স্বাভাবিকভাবেই কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের উপর ক্রমশই চাপ বাড়ছে। তাঁকে সরানো হবে কি হবে না? এই নিয়েই শুরু হয়ে গেছে জল্পনা। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের কথাও।
লাগাতার ব্যর্থতার জেরে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে অপর এক স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজোকে কোচ করে আনার পরই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল। স্বাভাবিকভাবেই মহামেডান ক্লাবে কান পাতলেই এইরকম কিছু আলোচনা শোনা যাচ্ছে। এইরকম ব্যর্থতার পরেও কেন সরানো হবে না কোচ চেরনিশভকে? প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন সমর্থকদের একাংশ।
কিন্তু মহামেডানের বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচী স্পোর্টস এখনও চেরনিশভের পাশেই আছে। সংস্থার কর্ণধার রাহুল টোডির মতে, এই ব্যর্থতার জন্য কোচ খুব একটা দায়ী নন। বরং, দায়ভার নেওয়া উচিৎ দলের ফুটবলারদের। আসলে মহামেডানের ফুটবলারদের যখন দলে নেওয়া হয়েছিল, তখন দায়িত্বে ছিল না শ্রাচী স্পোর্টস। ফলে, জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে কোচ চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনা করে বেশ কিছু ভালো ফুটবলার নেওয়ার পরিকল্পনায় রয়েছেন তারা। এই মুহূর্তে সত্যি কি ভালো ভারতীয় ফুটবলার পাওয়া সম্ভব? এই প্রসঙ্গে রাহুল টোডি জানিয়েছেন, "ট্রান্সফার উইন্ডোতে একাধিক ক্লাবই অনেক ভালো ফুটবলার ছেড়ে দিতে পারে। ভালো ফুটবলার পেলেই নিয়ে নেব আমরা।"
অন্যদিকে, চেরনিশভকে এই মুহূর্তে সরাতে গেলে বিশাল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। তার উপর নতুন কোচ আনতে গেলে তাঁকেও অনেক বেশি বেতন দিতে হবে। তাছাড়া সুযোগ যখন আছে তখন নতুন ফুটবলার নিয়েই দেখা যাক জানুয়ারি মাসের ট্রান্সফার উইন্ডোতে, এইরকমটাই ভাবছেন তারা।

১০ ঘন্টা আগে খেলা শেষ করার পরও শাস্তি, আইসিসিকে ব্যঙ্গ স্টোকসের

আপনজন ডেস্ক: ভারতকে তাদেরই মাটিতে ধবলধোলাই করে রীতিমতো উড়ছিল নিউজিল্যান্ড। একই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনাও জাগিয়েছিল। কিন্তু ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম টেস্টে হেরে সেই সম্ভাবনায় বড় ধাক্কা খেয়েছে নিউজিল্যান্ড। এরপর আইসিসির কাছ থেকে দুঃসংবাদ পাওয়ার পর স্বপ্ন আরও ফিকে হয়ে গেছে।
ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে মন্থর ওভার রেটের কারণে নিউজিল্যান্ডের ৩ পয়েন্ট কেটে নিয়েছে আইসিসি। এতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে কিউইরা। একই কারণে সফরকারী ইংল্যান্ডেরও ৩ পয়েন্ট কাটা গেছে। এখানেই শাস্তির শেষ নয়। দুই দলের খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে। আইসিসি জানিয়েছে, ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড কাঙ্ক্ষিত ওভার রেটের চেয়ে ৩ ওভার পিছিয়ে ছিল। ম্যাচ শেষে আম্পায়াররা দুই দলের বিরুদ্ধেই মন্থর ওভার রেটের অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুনের কাছে দুই অধিনায়ক নিউজিল্যান্ডের টম ল্যাথাম ও ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস অভিযোগ মেনে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।
ম্যাচ রেফারির কাছে 'দায় স্বীকার' করলেও রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়কের দাবি, ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১০ ঘণ্টা আগেই শেষ হয়েছে। এরপরও মন্থর ওভার রেটের কারণে শাস্তি পাওয়া ঠিক নয়। আইসিসিকে এ-বিষয়ক নিয়ম পাল্টানোরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আজ নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ডকে জরিমানার খবরের শিরোনাম-সংবলিত একটি ছবি পোস্ট করেছেন স্টোকস। সেখানে আইসিসিকে উদ্দেশ্য করে তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবে লিখেছেন, 'বাহ্ আইসিসি! নির্ধারিত সময়ের আরও ১০ ঘণ্টা আগেই ম্যাচ শেষ করেছি।'
ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডকে ১০৪ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড। স্টোকসের দল চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় সেশনেই ৮ উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে। রান তাড়া করতে ইংল্যান্ডের সময় লাগে মাত্র ৫৩ মিনিট, খেলতে হয় ১২.৪ ওভার। ১০০-এর বেশি রান সফলভাবে তাড়ায় যা টেস্ট ইতিহাসে দ্রুততম।
ম্যাচ যখন শেষ হয়, তখন দেড় দিন বা চার সেশনের বেশি বাকি ছিল। এরপরও আইসিসি দুই দলকে জরিমানা করেছে কাঙ্ক্ষিত ওভার রেটের চেয়ে পিছিয়ে থাকার কারণে।
মন্থর ওভার রেটে আইসিসির এই শাস্তির কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের খেলার আশা একরকম শেষ হয়ে গেলেও সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী স্টোকসের ইংল্যান্ড। ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে মন্থর ওভার রেটের কারণে এ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ২২ পয়েন্ট কাটা গেলে ইংলিশদের। নয়তো স্টোকসের দলও ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকত।
ইনস্টাগ্রামে আইসিসিকে ব্যঙ্গ করার পর আজ সংবাদ সম্মেলনেও এ নিয়ে কথা বলেছেন স্টোকস। তাঁর মতে, মন্থর ওভার রেটের এই নিয়ম আইসিসির পুনর্বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঠিকঠাক যোগাযোগ রক্ষা করছে না বলেও অভিযোগ তাঁর। ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্ট সামনে রেখে তিনি বলেছেন, 'দুই দলের দৃষ্টিকোণ থেকেই সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হলো ম্যাচ আগেই শেষ হয়েছে এবং ফল এসেছে (এরপরও শাস্তি দেওয়া হলো)।'
স্টোকস আরও বলেছেন, 'হতাশা আসলে গত বছরের অ্যাশেজেই ডালপালা মেলেছিল। সে সময়ই আমি প্রথমবারের মতো বিষয়টি (মন্থর ওভার রেটে জরিমানার নিয়ম) ম্যাচ রেফারি ও আম্পায়ারদের সামনে তুলে ধরেছিলাম।'
স্টোকসের দাবি, পেস-সহায়ক উইকেটে বেশি পেসার খেলানো হয় বলেই ওভার শেষ করতে দেরি হয়। তাই কোন ধরনের পিচে খেলা হচ্ছে, সেটার ওপর নির্ভর করে শাস্তি হওয়া উচিত, 'আপনি বিশ্বের কোথায় আছেন (খেলছেন), সেটার ওপর নির্ভর করে। এখানে (যেখানে বেশি পেসার খেলানো হয়) এটা সব সময় একটি সমস্যা। এশিয়ায় ওভার রেট কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। কারণ, সেখানে অনেক স্পিনার খেলানো হয়।'
'ফিল্ডিংয়ের সময় অনেক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বোলারের সঙ্গে ফিল্ডারদের জায়গা বদল নিয়ে আলোচনা করতে হয়। অধিনায়ক হওয়ায় আমাকে এই কাজ বহুবার করতে হয়। কখনো কখনো ওভারের ছয় বলেই ফিল্ডার সাজাতে হয়। কিন্তু তারা (আইসিসি) এটাকে বিবেচনায় নেয় না। তারা শুধু তাড়াতাড়ি বল করতে বলে। কিন্তু তাড়াহুড়া করলে তো চলবে না। কারণ, আমরা মাঠে খেলতে নেমেছি'- যোগ করেন স্টোকস।
বিষয়টি সুরাহা করতে আইসিসির সঙ্গে আলোচনায় বসতেও রাজি স্টোকস, 'আপনি বিশ্বের যেখানেই যান, সময় ও নিয়ম সবার জন্য একই। কিন্তু খেলোয়াড়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আমিই একমাত্র ব্যক্তি নই যে এই নিয়মের পরিবর্তন চাইছি। আমরা এই বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে আরও আলোচনা করতে চাই।'

১৫ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট জয় পেল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

আপনজন ডেস্ক: আন্টিগাতে প্রথম টেস্টে না পারলেও জ্যামাইকায় কিংস্টনে তাইজুল ইসলামের ঘূর্ণিতে ক্যারিবিয়ানদের ১০১ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ । টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রটাও তাতে বাংলাদেশ জয় দিয়েই শেষ করেছে। এই জয়ে ১-১ সমতায় সিরিজ শেষ করলো বাংলাদেশ। কিংসটনে ১০১ রানের জয়ের মাধ্যমে ১৫ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে জয় পেলো টাইগাররা। সবশেষ ২০০৯ সালে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ থেকে টেস্টে জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। সেই সিরিজ দিয়েই অধিনায়কত্বের শুরু করেছিলেন সাকিব আল হাসান।
এদিন বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট জিততে হলে ইতিহাস গড়তে হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এই মাঠে ২১২ রানের বেশি তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নেই। এবার উইন্ডিজের লক্ষ্য ছিল ২৮৭ রানের। টপ-অর্ডারের শুরুটা নেহাত মন্দ ছিল না। তবে অভিজ্ঞ তাইজুলের ঘূর্ণি আরও একবার পথ দেখাল বাংলাদেশকে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৫ রানে অলআউট হয়ে যায় স্বাগতিকরা। তাইজুল নিয়েছেন পাঁচ উইকেট।
এর আগে প্রথম ইনিংসে ১৬৪ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। জবাবে নাহিদ রানার ৫ উইকেট শিকারে ১৪৬ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিপক্ষে এটিই ছিল সর্বনিম্ন রানের স্কোর। ১৮ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনেই অলআউট হয়ে যায় টাইগাররা। দলের হয়ে চতুর্থ দিনে অনেকটা একাই লড়াই করেন জাকের আলি। তবে ৯ রানের জন্য মিস করেছেন সেঞ্চুরি। ৫ ছক্কা ও ৮ চারে ৯১ রান করেন জাকের। তার ব্যাটে ভর করে ২৬৮ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। জয়ের জন্য ক্যারিবিয়ানদের টার্গেট দাঁড়ায় ২৮৭ রানের।
২৮৭ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৫৭ রানের মধ্যে জোড়া উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে জয়ের স্বপ্ন দেখান তাইজুল ও তাসকিন আহমেদ। মিকাইল লুইস ৬ ও কাসি কার্টি ১৪ রান করে আউট হন। তবে কেভাম হজ ও ক্রেইগ ব্রাফেটের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই দুই ব্যাটারকে সাজঘরে ফিরিয়ে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরান তাইজুল। ব্রাফেট ৪৩ ও হজ ৫৫ রান করে আউট হন। তাদের বিদায়ের পর আর কেউ থিতু হতে পারেনি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৫০ ওভারে ১৮৫ রানে অলআউট হয় ক্যারিবিয়ানরা। তাইজুল নেন ৫টি উইকেট। এ ছাড়া তাসকিন ও হাসান মাহমুদ নেন ২টি করে উইকেট। ম্যাচ সেরা হয়েছেন তাইজুল আর সিরিজ সেরা হয়েছেন টাইগার পেসার তাসকিন আহমেদ।

৮৬৬ ম্যাচ খেলে প্রথম লাল কার্ড দেখলেন তিনি

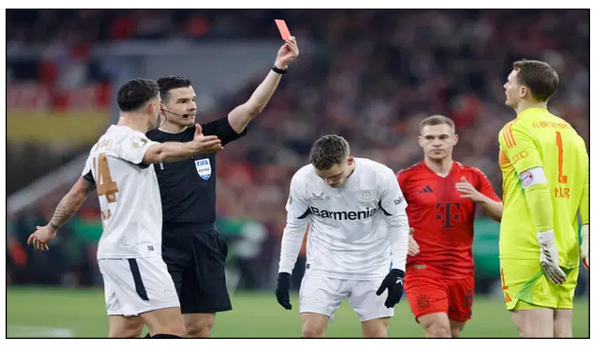

আপনজন ডেস্ক: জার্মান কাপের তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বাদ পড়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। বায়ার লেভারকুসেন কাছে কাল ১-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ই ১০ জন নিয়ে খেলা বাভারিয়ানরা। এমন ম্যাচের পর বায়ার্ন খেলোয়াড়দের মন খারাপ থাকারই কথা। মানুয়েল নয়্যারেরও মন খারাপ ছিল, তবে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি খারাপই ছিল জার্মান গোলরক্ষকের। হারের পেছনে যে নিজেকেই সবচেয়ে বড় কারণ ভাবছেন নয়্যার।
অবিশ্বাস্য কাণ্ডই করেছেন নয়্যার। ১৮ মিনিটেই তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে লাল কার্ড দেখে। ৮৬৬ ম্যাচের পেশাদার ক্যারিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন জার্মানির সাবেক অধিনায়ক। ভুল করে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়, এরপর দলের হার- নয়্যারের মন তো খারাপ হবেই। নাথান টেলার দ্বিতীয়ার্ধের গোলে হারার পর নয়্যার দুঃখ প্রকাশ করেছেন দলের হারের কারণ হওয়ায়, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমরা কষ্ট পাচ্ছি, আমি দুঃখিত।'
সব সময় যা করেন, তেমনটা করতে গিয়েই লাল কার্ড দেখেন নয়্যার। লেভারকুসেনের আক্রমণ ঠেকাতে পেনাল্টি বক্সের বাইরে গিয়ে জেরেমি ফ্রিমপংকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়েই ভজকট বাঁধান নয়্যার, করে বসেন ফাউল। সঙ্গে সঙ্গেই সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়ে দেন রেফারি।
নয়্যারের 'ইতিহাস' বায়ার্নের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেয় ইসরায়েলি গোলরক্ষক দানিয়েল পেরেৎজকে। বায়ার্নে যোগ দেওয়ার ১৮ মাস পর অভিষেক হলো তাঁর।

শীতের মরশুমে বেশি বেশি ক্রীড়া অনুশীলনের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর
আপনজন: শীতের মরশুমে সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হলেও অনুশীলনের ঘাটতি দেখা যায় সর্বত্রই। জেলা, রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেতে গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েদের বেশি বেশি ক্রীড়া অনুশীলনের আহ্বান জানালেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠন 'অ্যাথলেটিক কোচেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর কনভেনার ইসমাইল সরদার। চারঘাটে অনুষ্ঠিত এক ক্রীড়া কর্মসূচি থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ওই আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইসমাইল সরদার নব প্রজন্মের প্রতি মোবাইলকে সরিয়ে মাঠ মুখি হয়ে সুস্বাস্থ্য গঠনের পরামর্শ দেন। বর্তমান সময়ের অভিভাবকদেরকে অনুরোধ করেন তারা যেন তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ক্রীড়া মুখী করে তোলে। ক্রীড়া ক্ষেত্রেও যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে সে বিষয়েও ব্যাখ্যা করেন ইসমাইল। পাশাপাশি শীতের মরশুমে বেশি বেশি ক্রীড়া অনুশীলনের আহ্বান জানান।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**